রাঁচি, মঙ্গলবার
30:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>225 >>15 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২৫ >> << ১৫ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

যমুনা ছোট করার প্রকল্পের নথি চেয়েছে হাইকোর্ট

ঢাকা ঃ জল উন্নয়ন বোর্ডকে যমুনা নদী সংকুচিত করার প্রস্তাবের সঙ্গে কারা জড়িত তা জানতে ১০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে সব নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। রোববার একটি রিট আবেদনের শুনানিকালে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। জল উন্নয়ন বোর্ডকে ১০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে এসব নথি জমা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১১ মার্চ দৈনিক কালবেলায় 'যমুনা নদী ছোট করার চিন্তা' শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ এ রিট আবেদন করেছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড যমুনা নদীর প্রস্থ ১৫ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রিট আবেদনে যমুনা নদী সংকীর্ণ করার প্রস্তাব তৈরির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টের নির্দেশ চাওয়া হয়।

বাজার দর
SENSEX : 62846.38 +344.69
NIFTY : 18598.35 +178.20

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.02 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

এর্দোয়ানকে বাইডেন-পুটিনের অভিনন্দনবার্তা

তুরস্ক ঃ দ্বিতীয় দফার ভোটে জয়ী হওয়ার পর একের পর এক অভিনন্দনবার্তা পাচ্ছেন এর্দোয়ান। অভিনন্দন জানিয়েছেন শলৎসও। রোববার তৃতীয়বারের জন্য জয়ী হলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ান। বিরোধী প্রার্থী কেমাল কুলুচদারুলুর চেয়ে কয়েক শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন এর্দোয়ান। জেতার জন্য তার প্রয়োজন ছিল ৫০ শতাংশ ভোট। বিরোধীরা অবশ্য অভিযোগ করেছে, ভোটে জেতার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন এর্দোয়ান। রোববার দ্বিতীয় দফার ভোটে এর্দোয়ান পেয়েছেন ৫২ দশমিক ১৪ শতাংশ ভোট। এর আগে প্রথম দফার ভোটে তিনি ৪৯ শতাংশ ভোট পাওয়ায় দ্বিতীয় দফার ভোটের আয়োজন হয়। কারণ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হতে হলে ৫০ শতাংশ ভোট পেতেই হবে। এর্দোয়ানের জয় ঘোষণা হওয়ার পরেই জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎস টুইট করে তাকে অভিনন্দন জানান। জার্মানি জানিয়েছে, 'একসঙ্গে আরো অনেক কাজ করতে হবে। দুই দেশের সম্পর্ক আরো মজবুত করতে হবে।' এর্দোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন টুইটে লিখেছেন, ন্যাটোর পার্টনার হিসেবে এর্দোয়ানকে তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য এর্দোয়ানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় কাছাকাছি সময়েই এর্দোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন। তিনি লিখেছেন, এর্দোয়ানের জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ, তুরস্ককে এতদিন ধরে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি রাশিয়ার বন্ধু হিসেবেও এর্দোয়ানের তুরস্ককে চিহ্নিত করেছেন পুটিন। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরো গাঢ় হবে, এমন আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি টুইট করে জানিয়েছেন, তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করার লক্ষ্যেই এগোবে ইউক্রেন। এর্দোয়ানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা হবে। বস্তুত, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে খাদ্যশস্যের চুক্তি তুরস্কের মধ্যস্থতাতেই হয়েছে। এর ফলে কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যসামগ্রী বিশ্বের অন্যত্র পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিরা তুরস্কে বৈঠক করেছিলেন শান্তির লক্ষ্যে। যদিও তা সফল হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর তরফেও এর্দোয়ানকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। দুই সংগঠনই জানিয়েছে, তুরস্কের কাছে তারা আরো বড় ভূমিকা আশা করে। তারা চায়, এর্দোয়ান আরো বেশি সহায়ক শক্তি হয়ে উঠুন। ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনীতিতে এর্দোয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ থামাতে তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আটক কুস্তিগিরেরা, পাশে ফুটবল অধিনায়ক

নয়া দিল্লি ঃ রোববার আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। পাশে সুনীল ছেত্রী।

একদিকে যখন নতুন পার্লামেন্ট ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে, অন্যদিকে সে সময়ই দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের রীতিমতো টেনে হিঁচড়ে আটক করে দিল্লি পুলিশ। অভিযোগ, ব্যারিকেড টপকে তারা পার্লামেন্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। গণমাধ্যমের ফুটেজে দেখা যায়, অলিম্পিকে মেডেলজয়ী কুস্তিগিরেরা ব্যারিকেড টপকাচ্ছেন। এরপর তাদের রীতিমতো রাস্তায় ফেলে মারতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। একে একে তাদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়।

ঘটনার পর টুইট করে কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়ান ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। টুইটে তিনি লেখেন, কেন আমাদের কুস্তিগিরদের এই ভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কারও সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করা কাম্য নয়। আমি আশা করি পুরো বিষয়টির সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

বর্তমান ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সুনীলই প্রথম কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়িয়ে টুইট করেন। রাজনৈতিক মহলে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন পড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সকলেই এর প্রতিবাদ করেছেন।

রাহুল লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর যখন 'রাজ্যাভিষেক' হচ্ছে, তখন দেশের জন্য সম্মান এনে দেওয়া কুস্তিগিরদের রাজপথে ফেলে মারা হচ্ছে। ঘটনার ছবি দিয়ে হিন্দিতে টুইট করেছেন রাহুল।

জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান ব্রিজভূষণ শরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ কুস্তিগিরদের। অভিযোগ, তিনি এক নাবালিকা কুস্তিগিরকে যৌন হেনস্থা করেছেন। পক্সোয় তার বিরুদ্ধে মামলার দাবিতে গত বেশ কিছুদিন ধরে যন্তরমন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন কুস্তিগিরেরা। এদের মধ্যে আছেন, অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগত, বজরং পুনিয়ারা।

এরা প্রত্যেকেই অলিম্পিক এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ভারতের জন্য পদক এনে দিয়েছেন। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন। আন্দোলনের একেবারে গোড়া থেকে তারা যন্তরমন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন। রোববার তাদের আটক করার পর রাতে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়, কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এর মধ্যে দাঙ্গা করা, পুলিশকে হেনস্থা করা এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারা আছে।

এদিকে কুস্তিগিরদের আন্দোলন ঘিরে নতুন প্রশ্ন সামনে এসেছে। ২০২৩ সালে চীনে এশিয়াড গেমস। ২০২৪ সালে অলিম্পিক। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে ভারতীয় কুস্তিগিররা আদৌ অংশ নিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। আন্দোলনের জেরে কুস্তি অ্যাকাডেমিতেও কার্যত বিদ্রোহের সুর। আন্দোলনের কারণে প্র্যাকটিসে নেই মেডেলজয়ী কুস্তিগিরেরা। এই পরিস্থিতিতে আদৌ কুস্তিগিরদের দুই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে পাঠানো যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ফেডারেশন অবশ্য জানিয়েছে, এই প্রশ্ন অবান্তর এবং অমূলক।

সামরিক জান্তার সমালোচনা করায় .র‍্যাপার গ্রেপ্তার

নেপিদো ঃ মিয়ানমারে এক জনপ্রিয় .র‍্যাপ শিল্পীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে জান্তা সরকারের সমালোচনা করেছেন। সেনাবাহিনীর অভিযোগ, এই শিল্পী প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন। বিউ হার নামের এই শিল্পী সম্প্রতি ফেসবুকে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। তার অনুসারীদের জন্য করা ওই ভিডিওতে তিনি সাম্প্রতিক লোডশেডিংয়ের বিষয়ে জান্তা সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি সেনা সরকার প্রধান মিন অং হ্লাংয়ের সমালোচনা করে বলেন, অং সান সুচির বেসামরিক সরকারের আমলে বিদ্যুৎ সমস্যা ভালোভাবে মোকাবেলা করা গেছে। রোববার দেয়া বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ টিম জানায়, 'জাতির শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা এবং প্রপাগান্ডা ছড়াবার কারণে' বিউ হারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে আদৌ কোনো অপরাধে আইনিভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে কিনা, বা তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, এসব বিষয়ে কিছুই এখনো জানা যায়নি। বিউ হার মিয়ানমারের বিখ্যাত সুরকার নায়েঙ মিয়ানমারের সন্তান। তার গান 'কাবার মা কিয়ায় বু' ২০২১ সালের সেনা অভ্যুত্থানবিরোধী প্রতিবাদগুলোতে ব্যাপকভাবে গাওয়া হতো। পুরোনো গ্রিড এবং বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতির কারণে লোডশেডিং মিয়ানমারে নিয়মিত ঘটনা। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সমস্যা বাড়ে। জ্বালানি গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোর ওপর অভ্যুত্থানবিরোধীদের হামলার কারণে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ঠেকাতে জান্তা এখন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় শিল্পী ও তারকারা আছেন। গত বছর দুইজন জনপ্রিয় মডেলকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট, নাকি মিসাইল উৎক্ষেপণ করবে উত্তর কোরিয়া?

পিয়ংইয়ংঃ উত্তর কোরিয়া জাপানকে জানিয়েছে তারা ৩১ মে থেকে ১১ জুনের মধ্যে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে স্যাটেলাইটের নাম করে উত্তর কোরিয়া ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করবে কিনা, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। জাপানের কোস্ট গার্ডের এক মুখপাত্র এএফপিকে উত্তর কোরিয়ার জাপানকে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয়টি জানানোর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা সাংবাদিকদের বলেন, ''এটাকে স্যাটেলাইট বলা হলেও উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে সেটা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলিউশনের লঙ্ঘন হবে।'' ২০১২ ও ২০১৬ সালে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কথা বলে ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করেছিল উত্তর কোরিয়া। দুটিই জাপানের দক্ষিণাঞ্চলের ওকিনাওয়া এলাকার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন চলতি মাসে দেশটিতে তৈরি প্রথম সামরিক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি 'পরবর্তী কার্যক্রম' পরিচালনার সবুজ সংকেত দেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, দূরপাল্লার রকেট ও স্পেস লঞ্চারে একই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। তাই অর্বিটে স্যাটেলাইট পাঠানোর দক্ষতা অর্জন করতে পারলে পিয়ংইয়ং সেই দক্ষতা ব্যবহার করে গোপনে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল আইসিবিএম পরীক্ষা করতে পারবে। জাপানের এলাকায় পড়তে পারে এমন কোনো ব্যালিস্টিক মিসাইল গুলি করে ভূপতিত করার নির্দেশ জারি করেছে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উত্তর কোরিয়ার 'স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে। তবে জাপানের মতো তাদেরকেও উত্তর কোরিয়া এই বিষয়ে আগে থেকে জানিয়েছে কিনা, সেটি এএফপিকে নিশ্চিত করে জানাননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সংঘর্ষ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিল সেনা এবং আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা

মণিপুরে সংঘর্ষ অব্যাহত, যাচ্ছেন অমিত শাহ

মণিপুর ঃ সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে মণিপুরে ৪০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। আজ যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মাঝে কিছুদিন শান্ত থাকার পর নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে মণিপুরে। রোববার মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জানিয়েছেন, অন্তত ৪০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে। সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে তাদের।

বীরেনের দাবি, নতুন করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আর সংঘর্ষ হয়নি। অর্থাৎ, মেইতেই এবং কুকি জনজাতির মধ্যে লড়াই হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিল সেনা এবং আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা। তাদের সঙ্গে কুকি জনজাতির বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লড়াই হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে একে ৪৭, একে ৫৬ এর মতো আধুনিক অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। এই লড়াইয়েই অন্তত ৪০ জন কুকি সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়েছে। বেশ কিছু সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তবে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বলেননি। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী গোষ্ঠী সংঘর্ষের কথা অস্বীকার করলেও শনিবার রাতে এবং রোববার রাজধানী ইম্ফলসহ একাধিক এলাকায় গুলি চলেছে বলে জানা গেছে। রোববার ইম্ফলের কাছে দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে স্থানীয় সংবাদপত্রের খবর। ১২ জন আহত হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে সোমবারই ইম্ফল যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জনজাতিগুলির মধ্যে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই লক্ষ্যেই তার যাত্রা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে শাহের বৈঠক হওয়ার কথা। তিনি তিনদিন মণিপুরে থাকবেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই মণিপুর অগ্নিগর্ভ। সংখ্যাগুরু মেইতেই গোষ্ঠীর সঙ্গে সেখানে বিরোধ শুরু হয় জনজাতি গোষ্ঠী কুকিদের। মেইতেইরা রাজ্যে জনজাতির সংরক্ষণ চায়। কুকিরা তার বিরোধিতা করছে। মেইতেইদের স্বপক্ষে সম্প্রতি মণিপুর হাইকোর্ট একটি রায় দেয়। এরপর মেইতেইরা একটি মিছিলের আয়োজন করেন। সেই মিছিল ঘিরেই প্রথম উত্তেজনা শুরু হয়।

সরকারি হিসেবে ওই সংঘর্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। অসরকারি সূত্রের দাবি, মৃতের সংখ্যা ৭১। অন্তত ৩৫ হাজার মানুষ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শরণার্থীদের ফেরানোর ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। কিন্তু শনিবার রাত থেকে নতুন করে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অধিক মুনাফা লাভের আশায় কাঁচা অবস্থাতেই লিচু বিক্রি হচ্ছে মালদার বাজারে

মালদা ঃ অধিক মুনাফা লাভের আশায় কাঁচা অবস্থাতেই লিচু বিক্রি হচ্ছে মালদার বাজারে। লিচু পাকার উপযুক্ত সময় এখনো হয়নি শনিবার মালদা শহরের গৌড় রোড় এলাকায় জানালেন উদ্যানপালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সচেতন হবার বার্তা ব্যবসায়ী মহলের।চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ লিচু পাকার উপযুক্ত সময়। কিন্তু তার আগেই মালদার বাজারে ছেয়ে গেছে পরিপক্ক লিচু।মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে অলিগলি ভ্যানে করে দেদার বিক্রি হচ্ছে লিচু। অধিক মুনাফা লাভের আশায় কাঁচা অবস্থাতেই গাছ থেকে লিচু ভেঙে বিক্রি করছেন চাষিরা। আর সেই লিচু শহরে নিয়ে হাজির হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। দামও এখন আকাশ ছোয়া। ১০০ টাকা কিলো। অনেকেই না বুঝে কিনে ফেলছেন লিচু। লিচুর অপরের অংশ হালকা লাল হয়েছে বাকি অংশ এখনো সবুজ। এই অবস্থাতেই মালদার বাজারে লিচু বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়ে জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানান মালদা জেলায় লিচু পাকার উপযুক্ত সময় হয়নি। মে মাসের শেষ সপ্তাহ লাগবে তাহলেই বাজারে চলে আসবে, বোম্বাই লিচু। আমরা চাষীদের কে বলবো কাঁচা অবস্থায় যাতে লিচু ভাঙ্গা না হয়। এমতাবস্থায় ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের বিভিন্ন রকম ভাবে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়িতে পালন করা হলো বট সাবিত্রী পূজা

শিলিগুড়ি ঃ সকাল থেকেই শিলিগুড়ির প্রায় সমস্ত মন্দিরে সুসজ্জিত বধূদের ভিড়। স্ত্রী রা তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সুখী পরিবারের জন্য আজ বট সাবিত্রী ব্রত পালন করছেন। বট সাবিত্রী ব্রতের দিন বিবাহিত মহিলারা তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে উপবাস রাখেন এবং বটবৃক্ষের পূজা করেন। এই উপবাসের গুরুত্ব করভা চৌথের মতোই।হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে বট সাবিত্রী ব্রত পালন করা হয়। এবার অমাবস্যা তিথি শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত ৯.৪২ মিনিটে এবং শেষ হবে শুক্রবার রাত ৯.২২ মিনিটে। উদয়তিথি অনুসারে, বট সাবিত্রী ব্রত এইবার পালন হয়েছে ।

মাধ্যমিকে ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য নবম স্থান অধিকার করলেন বক্সিরহাটের তুষার দেবনাথ

কোচবিহার ঃ মাধ্যমিকে ৬৮৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে সম্ভাব্য নবম স্থান অধিকার করলেন বক্সিরহাটের তুষার দেবনাথ। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বক্সিরহাট সুভাষপল্লী এলাকায় বাড়ি তুষার দেবনাথের। সে বক্সিরহাট হাই স্কুলের ছাত্র। ফল প্রকাশ হতেই খুশির হওয়া বইছে পরিবারের পাশাপাশি গোটা মহকুমা জুড়ে। মাধ্যমিকের ফল ভালো হলেও বর্তমানে তুষার আগামী ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার। তুষারের বাবা পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। মা গৃহবধূ। ওভাবে সংসারে একমাত্র ছেলে পড়াশোনা মেধাবী থাকায় প্রতিবেশী, শিক্ষ সকলের সহযোগিতা নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল তুষার। দিনরাত্রি পরিশ্রম করে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করে নেয় তুষার। বিভিন্ন সময় স্কুলের শিক্ষকরা বই দিয়ে এবং কখনো আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল তুষারকে। তুষার পড়াশোনা ভালো থাকায় যাতে কোথাও সমস্যা না হয় তাই প্রতিবেশীরাও তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে। আগামী দিনে তুষার ডাক্তারি পরতে চায় কিন্তু তার স্বপ্নের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্থিক অনটন। তাই ছেলের স্বপ্ন পূরণ করতে সরকারের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে তুষারের বাবা। তপন দেবনাথ। তিনি জানান আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে সে তার ছেলেকে পড়াশুনা করিয়েছে তুষারের এই সাফল্যে খুশি তারা। তবে আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, যদি সরকার থেকে তাকে কিছু সাহায্য করা হয় সে তার ছেলেকে পরবর্তীতে ডাক্তারি পড়াতে পারবেন।

কালিয়াগঞ্জ সফরে এসে রাজ্যের বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

শিলিগুড়ি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে নির্যাতিতার পরিবার ও পুলিশের গুলিতে মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের সাথে দেখা করতে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমান বন্দরে পৌছালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন পরিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। এগরা বিস্ফোরণকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ বাগ ওরফে ভানুর। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যঙ্গর সুরে শুভেন্দু বলেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবো। তাঁর এক অমূল্য সম্পদ চলে গেলেন।তৃণমূলের বিরাট ক্ষতি হলো। এই ক্ষতি কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূরণ করবেন, তা ভবিষ্যতই বলবে। আমি দাবি করবো, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ থেকে একটা শোকবার্তা দেওয়া উচিৎ।' পাশাপাশি রেলের ভাড়া প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আগে বাসের ভাড়া কমান। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের সমস্ত রাজ্যে স্টেট সেস কম। পাশে সিকিম আছে, অসম আছে, কিশনগঞ্জ আছে। উত্তর দিনাজপুরের লোক কিশনগঞ্জ থেকে পেট্রোল ভরেন। কারণ সেখানে পেট্রোল পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৭, ডিজেল ২০ টাকা কমে পাওয়া যায়।

আইএনটিটিইউসি পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ঃ - আইএনটিটিইউসি পক্ষ থেকে কালচিনি ব্লকের নিউ হাসিমারা এলাকায় রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হলো। জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি মেটাতে কালচিনি ব্লকের নিউ হাসিমারা এলাকায় শুক্রবার এক ধর্মশালায় আইএনটিটিইউসির পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো।এদিনের শিবিরে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন যুবক যুবতী শিবিরে উপস্থিত হয়ে রক্তদান করে।সংগৃহিত রক্ত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে।শিবিরের উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক আনন্দ চন্দ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বরা।

নকশালবাড়ির কলাবাড়ি জঙ্গলে হাতির পিষ্টে মৃত্যু হল এক মহিলার

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়িতে গরুর ঘাস আনতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মহিলার নাম রেনুকা লামা। বয়স ৬৩। শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের পানিঘাটা রেঞ্জের কলাবাড়ি জঙ্গলে গরুর ঘাস সংগ্রহ করতে যান ওই মহিলা। সেই সময় জঙ্গলে হাতির সামনে পরে যান তিনি। হাতিটির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। পরে খবর পেয়ে পানিঘাটা রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে এনবিইউ কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে অনেক অগ্রগতিশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এনবিইউ) অনুষ্ঠিত গরুঙ্গএর ৭৩ তম কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ সংস্থা দ্বারা অনেকগুলি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাচার্য ওম প্রকাশ মিশ্র এক সংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানান। বৈঠকে, কাউন্সিল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানাতে আন্তর্জাতিক ভিজিটিং প্রফেসরদের প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দেয়। যারা সম্মানসূচক ক্ষমতায় তাদের সেবা প্রদান করবেন। বৈঠকে কাউন্সিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিরক্ষা শাখা যেমন বিএসএফ, সিআরপিএফ ইত্যাদির সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছে।কৌশল ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য গরুঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে। গবেষণা কাজে স্বচ্ছতা আনতে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের জন্য একটি পোর্টাল চালু করেছে। এর পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গাড়িচালক মহিলা পথচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, আটক পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ পথ চলতি মানুষদের ধাক্কা মেরে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে,তদন্তে পুলিশ। শিলিগুড়ির কোটমোর এলাকায় পথ চলতি মানুষদের ধাক্কা মেরে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে ওই মহিলাকে তার গাড়ি সমেত থানায় নিয়ে যায়।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির কোর্টের প্রধান গেটের সামনে এক মহিলা নিজের চার চাকা গাড়িটি ঘুরাচ্ছিলেন।

মাধ্যমিকে সারদা শিশু তীর্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের টপার সৌকর্য ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ঃ জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা মাধ্যমিক। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে এই পরীক্ষা। অবশেষে শুক্রবার শেষ হলো প্রতীক্ষার প্রহর। সকালেই ঘোষণা হয়েছে মাধ্যমিকের ফলাফল। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সকাল ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করে মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করেছে। সেখানেই আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলপ্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের। শিলিগুড়ি শহরের সারদা শিশু তীর্থের ছাত্র সৌকর্য ভট্টাচার্য স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর অর্জন করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর (৬৩৭)। সারদা শিশু তীর্থ উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক বললেন এবছর মোট ২৭ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে বাংলা বিভাগের ছিল ১৮ জন এবং হিন্দি বিভাগের ৯ জন। ৬৩৭ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সৌকর্য ভট্টাচার্য,এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে অনিক চৌধুরী।গত বছরও এই বিদ্যালয় থেকে পশ্চিমবাংলার মধ্যে অষ্টম স্থান পেয়েছিলেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রধান শিক্ষক সকল বিদ্যার্থীদের জীবনে এগিয়ে যেতে এবং ভালো মানুষ হওয়ার শুভেচ্ছা দিলেন।

কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনে ট্রেন থামানোর দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করলেন বিধায়ক

আলিপুরদুয়ার ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন বিভাগের বিভাগীয় প্রবন্ধক দিলীপ কুমার সিং কে স্মারকলিপি প্রদান করলো কুমার গ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাও শুক্রবার উওর পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন বিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়ে এসে বিভাগীয় প্রবন্ধক কে স্মারকলিপি প্রদান করেন তিনি। জানা যায় কামাখ্যা গুরি রেলওয়ে স্টেশনে সিফং এক্সপ্রেস এবং লামডিং ইঃটার সিটি এক্সপ্রেস স্টপেজ এর দাবি সহ বিভিন্ন দাবিতে এদিন এই স্মারক লিপি প্রদান করা হয়।

দার্জিলিঙে চিকিৎসক সঞ্জয় হাইত পদত্যাগ করায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন GTA সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড

দার্জিলিং ঃদার্জিলিঙ সদর হাসপাতাল থেকে বিশিষ্ট অর্থোপেডিক চিকিৎসক ডাক্তার সঞ্জয় হাইত হাসপাতাল থেকে পদত্যাগ করেছেন। তার এই পদত্যাগের পর সরগরম পাহাড়ের রাজনীতি। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে সংবাদমাধ্যমে সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড বলেন, হাসপাতালে কোনো রকমের অর্থোপেডিক চিকিৎসার পরিকাঠামো না থাকায় তিনি কাজ করতে পারছিলেন না। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন। অবিলম্বে রাজ্য সরকারের এবং জিটিএ এর উচিত দার্জিলিং সদর হাসপাতালে অর্থোপেডিক চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরি করা।

অনলাইন গ্রাহকদের বাক্স থেকে মোবাইল চুরির জন্য ২ ডেলিভারি বয় গ্রেফতার, উদ্ধার ২৪ লক্ষ টাকার ২৮ টি চোরাই মোবাইল

মালদা ঃ অনলাইনে বুকিং করার পর শুধু হাতে মিল ছিল মোবাইলের খালি বাক্স। দিনের পর দিন গ্রাহকদের সঙ্গে চলছিল এই প্রতারণা। বিভিন্ন স্তর থেকে গ্রাহকেরা ওই অনলাইন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অনলাইন কর্তৃপক্ষের পুরাতন মালদার ডিস্ট্রিবিউটার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না ডেলিভারির সময় কি করে বাক্স থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে নিত্যনতুন মোবাইল। অবশেষে পুলিশে অভিযোগ করার পরেই প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা মোবাইল চুরির অভিযোগে ওই অনলাইন সংস্থার দুই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সুমন ঘোষ । তার বাড়ি পুরাতন মালদার থানার ডিসকো মোড় এলাকায়। অপরজনের নাম সাহেব মাঝি। তার বাড়ি বিহারে। এই মোবাইল চুরি চক্রের সঙ্গে দুইজনের আন্তর্রাজ্যে পাচার চক্রের যোগাযোগ রয়েছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ । উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির ২৮ টি চোরাই মোবাইল । যেগুলি মূলত কালিয়াচকে সরবরাহ করেছিল অভিযুক্তরা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর এলাকায় একটি অনলাইন সংস্থার ভেন্ডার রয়েছে। সেখান থেকে গ্রাহকদের মোবাইল ডেলিভারি করার সময় অদ্ভুতভাবেই সেগুলি গায়েব হয়ে যাচ্ছিল। গত কয়েক মাস ধরে এই চুরি চলতে থাকায় সম্প্রতি ওই সংস্থার পক্ষ থেকে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই পুলিশ চুরি যাওয়া মোবাইলগুলি ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেগুলি লোকেশন ট্র্যাক করে। কালিয়াচক থানার বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি দোকানে অভিযান। সেখান থেকেই এই দুজনের নাম জানতে পারে পুলিশ। এর পরই বৃহস্পতিবার রাতে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে ধাক্কা দেয় ট্রাক

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক।শুক্রবার জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং মোড়ে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা চার চাকা গাড়ির পিছনে এসে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। চারচাকা গাড়িতে থাকা চালক সহ দুজন প্রাণে বাঁচলেও গাড়িটির ক্ষতি হয় । ঘটনা স্থলে থাকা ট্রাফিক পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করে । ছোট গাড়ি চালক জানান ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারে । গাড়ির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সাংহাইয়ে ১০০ বছরের মধ্যে মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজ

সাংহাই ঃ চীনের সবচেয়ে বড় শহর সাংহাইয়ে গত ১০০ বছরের মধ্যে মে মাসে আজ সোমবার সবচেয়ে বেশি গরম অনুভূত হয়েছে। শহরের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজকের তাপমাত্রা আগের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে।

আবহাওয়া অফিস তাদের উইবো অ্যাকউন্টে এক পোস্টে জানিয়েছে, বেলা ১টা ৯ মিনিটে জিয়াহুই স্টেশনে ৩৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা গত ১০০ বছরের মধ্যে মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা আবহাওয়াকে আরও বেশি প্রতিকূল করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতিসংঘের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেলের প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির প্রতিটি ঘটনা চলমান সংকটকে আরও তীব্র করবে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, শেষ বিকেলের মধ্যে সাংহাইয়ে অবস্থিত মেট্রো স্টেশন এলাকার তাপমাত্রা আরও বেড়ে ৩৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়।

আবহাওয়া অফিসের তথ্যমতে, এর আগে ১৮৭৬, ১৯০৩, ১৯১৫ ও ২০১৮ সালে সাংহাইয়ে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। চলতি মাসে জাতিসংঘের আবহাওয়াবিষয়ক সংস্থা ডব্লিউএমও সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছে, আগামী পাঁচ বছর এযাবৎকালের সবচেয়ে উষ্ণ সময় পার করতে পারে বিশ্ব। গ্রিন হাউস গ্যাস ও এল নিনো (উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত) এক হয়ে তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে।

ডব্লিউএমও বলেছে, 'আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একটি বছর এবং সব মিলিয়ে এই পাঁচ বছর সময়কাল সবচেয়ে উষ্ণ হবে।' সংস্থাটি বলেছে, ২০২৩-২০২৭ সালের মধ্যে অন্তত একটি বছরে বিশ্বের ভূপৃষ্ঠের বার্ষিক তাপমাত্রা শিল্পায়নপূর্ব সময়ের চেয়ে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে।

চাপের মুখে রুয়েটের ভারপ্রাপ্ত ভিসির পদত্যাগ

ঢাকা ঃ পদোন্নতির দাবিতে অর্ধশতাধিক শিক্ষকের আন্দোলনের মুখে রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)-এর উপাচার্যের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন পদত্যাগ করেছেন। রোববার রাত পৌনে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ''আমি ভিসির দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়োগ পেয়েছিলাম। শিক্ষকদের পদোন্নতি আমার এখতিয়ারে ছিল না। আমার পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।'' পদোন্নতির দাবিতে রুয়েট শিক্ষক সমিতির কয়েকজন নেতা রোববার সকালে উপাচার্যের কার্যালয়ে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, সব শর্ত পূরণ করেও গত ১৫ মাসে অন্তত ৮০ জন শিক্ষক তাদের ন্যায্য পদোন্নতি ও আপগ্রেডেশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অধ্যাপক সাজ্জাদ বলেন, 'দাবি মানা না হলে সোমবার থেকে উপাচার্যের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন শিক্ষকরা।' শিক্ষকরা জানান, শিক্ষকদের পদোন্নতির কোনো নীতিমালা না থাকায় এবং ভারপ্রাপ্ত ভিসি তাদের সমস্যা সমাধানে কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারায় তারা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। তারা আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত উপাচার্য (ভিসি) না থাকায় গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ বিজ্ঞপ্তির পর আর কোনো নতুন নিযোগে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। রুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রবিউল আউয়াল বলেন, 'সাবেক ভিসি অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম শেখ গত বছরের জুলাই মাসে তার মেয়াদ পূর্ণ করলে, সরকার আগস্ট মাসে ভিসির দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের জন্য অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেনকে নিযোগে দেয়।'

চাকরি ছেড়ে 'পূর্ণকালীন মেয়ে', বেতন ৬১ হাজার টাকা

বেইজিং ঃ বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক চিরায়ত। কাছে বা দূরে থাকুক, সন্তান তো সন্তানই। সময় বা দূরত্ব দিয়ে তাকে কখনো বিচার করা যায় না। তবে সব সময় যদি সন্তান মায়ের পাশে থাকে! আধুনিক এই সময়ে সেটা হয়তো কঠিন। এবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে চীনে। চাকরি ছেড়ে বাবা-মায়ের 'পূর্ণকালীন মেয়ে' হয়েছেন এক নারী। বিনিময়ে তিনি মাসে বেতন পাবেন ৫৭০ মার্কিন ডলার (১০৭ টাকা প্রতি ডলার হিসাবে ৬১ হাজার ১৮৭ টাকা)। বিষয়টি দেশটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবরে বলা হয়, ওই নারীর নাম নিয়ানান। তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর। একটি সংবাদ সংস্থায় তিনি ১৫ বছর ধরে কাজ করছেন। ২০২২ সালে তিনি দেখলেন, তাঁর দায়িত্ব পরিবর্তনের কারণে তাঁর ওপর অনেক মানসিক চাপ পড়ছিল। কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে প্রায় পুরোটা সময়ই তাঁকে যুক্ত থাকতে হচ্ছে। এই কঠিন সময় থেকে তাঁকে বের করে আনতে তখন তার বাবা-মা তাঁকে একটি প্রস্তাব দেন।

নিয়ানানকে তাঁর বাবা-মাকে বলেন, কেন তুমি তোমার কাজটি ছেড়ে দিচ্ছ না? তুমি সেখানে যে অর্থ

পাও, আমরা তোমাকে তা দেব। তাঁরা তাঁকে তাঁদের পেনশনের অর্থ থেকে ৪ হাজার ইউনান (বাংলাদেশি টাকায় ৬১ হাজার ১৮৭ টাকা) দেওয়ার প্রস্তাব দেন। বাবা-মায়ের প্রস্তাবটি ভেবেচিন্তে গ্রহণ করেন নিয়ানান। তিনি তাঁর ভূমিকাকে 'ভালোবাসায় ভরা একজন পেশাদার' হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি প্রতিটি দিন এখন বৈচিত্র্যময় তাঁর কাছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে ৪০ বছর বয়সী এই নারী তাঁর দৈনন্দিন রুটিনও জানান। তিনি বলেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে নাচ করেন। এরপর মুদি বাজারে তাঁদের সঙ্গ দেন। সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে মিলে রাতের খাবার রান্না করেন। তিনি বাড়ির বিদ্যুতের সব কাজ করেন। গাড়িচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতি মাসে পরিবারকে নিয়ে কোথায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া যায়, সেসবের আয়োজনও করেন। নিয়ানান বলেন, 'মা-বাবাকে ঘিরে থাকাটা তাঁর জন্য থেরাপির মতো কাজ করেছে। তিনি স্বীকার করেন, আরও বেশি অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছাটা তাঁর জন্য বড় চাপ। তবে তাঁর বাবা-মা তাঁকে সব সময়ই বলছেন, তুমি যদি তোমার মনের মতো কোনো চাকরি পেয়ে যাও, তুমি চলে যেয়ো। আর তুমি যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে বাড়িতে থাকো, আমাদের সঙ্গে সময় কাটাও।' চীনে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে একঘেয়ে জীবনে 'পূর্ণকালীন মেয়ের' এই ধারণা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি গতানুগতিক চাকরি জীবন থেকে মানুষকে মুক্তির স্বাদ দেবে। তবে কিছু কিছু মানুষ এর সমালোচনা করে বলেছেন, এটি বাবা-মায়ের ওপর স্রেফ নির্ভরশীলতাই বাড়াবে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছেলেকে 'অনুচিত আচরণের' শাস্তি দিলেন

টোকিও ঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা তাঁর রাজনৈতিক সচিব পদ থেকে নিজের ছেলেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সরকারি বাসভবনে 'অনুচিত আচরণের' অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আজ সোমবার জানিয়েছেন ফুমিও কিশিদা। গত সপ্তাহে একটি ম্যাগাজিনে খবর ছাপা হয়, শোতারো কিশিদা গত বছর নিজের সরকারি বাসভবনে এক পার্টিতে আত্মীয়দের দাওয়াত করেছিলেন। সেখানে কয়েকজনকে নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করার মতো করে ছবি তুলেছেন এবং একজনকে লাল কার্পেটে মোড়ানো সিঁড়িতে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। ফুমিও কিশিদা সাংবাদিকদের বলেন, 'গত বছর জনসমাগম হয়, এমন স্থানে একজন রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তাঁর এমন আচরণ করা উচিত হয়নি। আমরা তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শোতারো আগামী ১ জুন পদত্যাগ করবেন।' ফুমিও কিশিদা ৩২ বছর বয়সী ছেলেকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো শুধু সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তার পদত্যাগ দাবি করে। এর আগেও ছেলের কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন কিশিদা। ওই সময় তাঁর ছেলে ইউরোপে মন্ত্রীদের জন্য স্যুভেনির কিনতে গিয়ে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন। আর্থিক অনিয়ম ও বিতর্কিত ইউনিফিকেশন চার্চের সঙ্গে সম্পৃক্তার অভিযোগে গত তিন মাসে কিশিদা চারজন মন্ত্রীকে হারিয়েছেন।

আঞ্চলিক নির্বাচনে বামপন্থীদের ভরাডুবি, স্পেনে আগাম জাতীয় নির্বাচন জুলাইয়ে

মাদ্রিদ ঃ স্পেনে স্থানীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন বামপন্থী জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। আজ সোমবার তিনি এক ঘোষণায় বলেছেন, আগামী ২৩ জুলাই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্পেনে গতকাল রোববার স্থানীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের ছয়টি অঞ্চল হাতছাড়া হয়েছে। এ অঞ্চলগুলোয় সরকার গঠন করছে দেশটির রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টি (পিপি)। বলা হয়ে থাকে, স্পেনে জাতীয় নির্বাচনে কী হতে পারে, তার আভাস পাওয়া যায় আঞ্চলিক নির্বাচনে। ফলে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পেদ্রো সানচেজ। পেদ্রোর রাজনৈতিক দল স্প্যানিশ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ২০২০ সালে বামপন্থী দল ইউনাইডেট ইউ ক্যানসহ (ইউনিদাস পোদেমস) আরও কয়েকটি বামপন্থী দলের সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় এসেছিল। এটি ছিল গত কয়েক দশকের মধ্যে স্পেনের প্রথম জোট সরকার। এর মধ্য দিয়ে স্পেনের যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার অবসান হয়েছিল। কিন্তু এ সরকার তার পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করতে পারল না। প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে আজ সোমবার বলেন, স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। আগামী ২৩ জুলাই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পেদ্রো বলেন, 'গতকাল নির্বাচনের যে ফলাফল পাওয়া গেছে, এর ভিত্তিতে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা ও সরকারের প্রধান হিসেবে আমি এই দায় নিচ্ছি।' জনরায় মেনে তাঁর এখনই নির্বাচন দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

কিয়েভের উপর রাশিয়ার আরো হামলা

চলতি মাসে রাশিয়া ইউক্রেনের রাজধানীর উপর হামলার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশিরভাগ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা সম্ভব হলেও শহরের মানুষ প্রবল চাপের মুখে রয়েছেন। চলতি মাসেই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের উপর এই নিয়ে ১৫ বার জোরালো হামলা চালালো রাশিয়া। সোমবার ভোরে বিশাল সংখ্যায় ইরানে তৈরি ড্রোন ও ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ৪০টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পেরেছে বলে জানিয়েছে। কিয়েভ শহরের কর্তৃপক্ষের সূত্র অনুযায়ী, হামলায় তেমন বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। শহরের মেয়র টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক বার্তায় 'কিয়েভে আরও এক কঠিন রাত'এর উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, রোববার রাতের হামলায় ৩৬টি ড্রোন ধ্বংস করা সম্ভব হলেও এক ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে। কিয়েভ শহরের সামরিক প্রশাসনের প্রধান সেরহি পপকো বলেন, শত্রুপক্ষ শহরের বেসামরিক জনগণকে গভীর মনস্তাত্ত্বিক উত্তেজনায় রাখতে এমন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া অবশ্য এমন হামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করছে না। রোববার ভোররাতে কমপক্ষে ৫৪টি হামলা চালানো হয়েছে বলে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী মনে করছে, যার মধ্যে ৫২টি ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। রাশিয়া অধিকৃত জমি ফেরক পেতে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী যে কোনো দিন বহু প্রতিক্ষিত পালটা অভিযান শুরু করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার আগে ইউক্রেনের সামরিক লক্ষ্যবস্তু যতটা সম্ভব অকেজো করে দিতে রাশিয়া হামলার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে কিছু সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। তাছাড়া ইউক্রেন প্রকাশ্যে দায় স্বীকার না করলেও সম্প্রতি রাশিয়ার ভূখণ্ডে একাধিক হামলার জন্য মস্কো কিয়েভকে দোষ দিচ্ছে। সেই হামলার প্রতিশোধ হিসেবে সম্ভবত কিয়েভের উপর আকাশপথে হামলা বাড়ানো হচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি রোববার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং সে দেশের নেতৃত্বের পতনের পূর্বাভাস দিয়েছেন। দৈনিক ভিডিও বার্তায় তিনি কিয়েভসহ ইউক্রেনের বিভিন্ন অংশে মস্কোর স্বৈরাচারের অবসান ঘটবে বলে দাবি করেন। নিজের ঘরের বদলে প্রেসিডেন্টের দফতরের সামনে খোলা আকাশের নীচে তিনি সন্ধ্যার আলোর নীচে সেই ভিডিও রেকর্ড করেন। জেলেনস্কি বলেন, ইরানে তৈরি শাহিদ ড্রোনের মতো অস্ত্র রাশিয়ার শাসকদের বাঁচাতে পারবে না। জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি রাশিয়ার ঘৃণা সে দেশর পতন ঘটাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর আগে তিনি ইরানের উপর আগামী ৫০ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। ইউক্রেনের সংসদের চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে সেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হবে। রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাবার পর ইউক্রেন এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার সূত্র অনুযায়ী ইউক্রেন যুদ্ধের স্বার্থে রুশ নাগরিকদের উপর আরও আত্মত্যাগ করার জন্য চাপ বাড়ানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম ও ব্যবসায়ীক গোষ্ঠীগুলি রাশিয়ার অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সপ্তাহে পাঁচ দিনের বদলে ছয় দিন কাজ করার নিয়ম চালু করার আবেদন জানিয়েছে। সম্ভবত বাড়তি মজুরি ছাড়াই যুদ্ধের অর্থনৈতিক দাবি মানতে অদূর ভবিষ্যতে এমন পদক্ষেপ কার্যকর করা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বাজপেয়ী যেভাবে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন

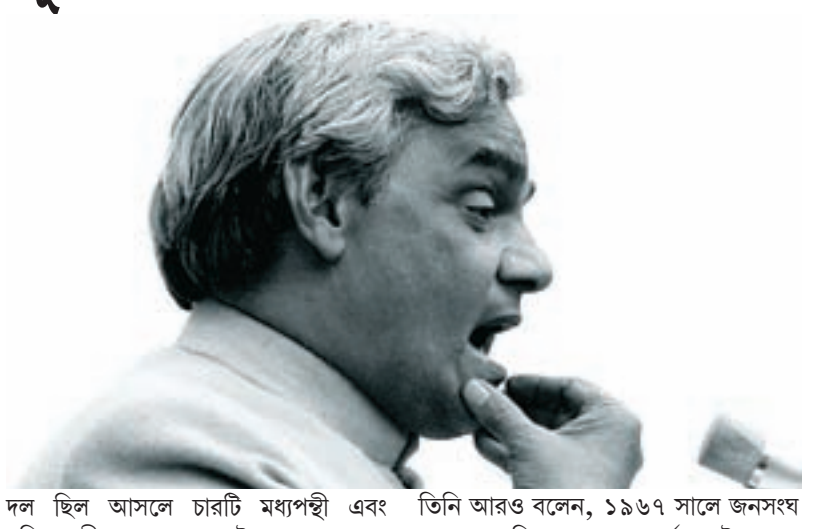

সৌতিক বিশ্বাস
প্রাবন্ধিক

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ব্যাঙ্গালোরের এক হোস্টেলে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি পুলিশ এসে গ্রেফতার করে সেসময়ের একজন নামকরা বিরোধী রাজনীতিক অটল বিহারী বাজপেয়ীকে। এর আগের দিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং পুরো দেশকে এক অভূতপূর্ব সংকটে ঠেলে দেন। নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়, নাগরিক অধিকার সংকুচিত করা হয়, গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয় এবং সরকারের সমালোচক আর বিরোধী রাজনীতিকদের কারাবন্দী করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) নিষিদ্ধ করেন, যেটিকে পরবর্তীকালের হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শগত ধারার ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়। এই বিজেপিই এখন ভারতের ক্ষমতায়।

অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন ছিলেন জনসংঘ বলে একটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা এবং আরএসএস এর সদস্য। দুই দশক পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। দুবার খুব স্বল্প সময়ের জন্য ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে। পরের বার একটি কোয়ালিশন সরকারের প্রধান হিসেবে ১৯৯৯ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পূর্ণমেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

তবে ১৯৭৫ সালের সেই গ্রীষ্মে যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী গ্রেফতারের হুমকিতে আছেন, তখন এক দলীয় কর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শহরের সবচেয়ে ভালো কারাগার কোনটি।

তাকে যখন থানায় আনা হয়, তখন বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছিল। তবে তিনি বেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে একমাস কারাগারে কাটাতে হয়। সেখানে বসে তিনি কবিতা লিখতেন নিজেকে তিনি নাম দিয়েছিলেন কায়দি কাভিয়ারি অর্থাৎ বন্দী কবি। সেখানে তিনি তাস খেলেও সময় কাটাতেন, আর রান্নাঘরে রান্নার তত্ত্বাবধান করতেন।

ভুল চিকিৎসায় শারীরিক অবস্থা জটিল হয়ে পড়লে এরপর জুলাই মাসে একটি বিশেষ বিমানে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে দিল্লি নিয়ে আসা হয়। রাজধানীতে তিনি তার অপারেশন থেকে সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকেন, এরপর তাকে প্যারোলে বাড়িতে যেতে দেয়া হয়। তবে সেখানে তাকে থাকতে হতো পুলিশের নজরদারিতে।

মধ্য ডিসেম্বর নাগাদ বাজপেয়ীকে বেশ হতাশ বলে মনে হচ্ছিল। আমার জীবন সায়াহ্নে সূর্য অস্ত যেতে চলেছে বলে মনে হয়.. শব্দগুলোর আর কোন অর্থ নেই.. এক সময় যা ছিল সঙ্গীত, এখন তা এলোমেলো আওয়াজ একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন।

আরএসএস এর সার্বক্ষণিক কর্মী, যারা 'প্রচারক' বলে পরিচিত, তারা তখনো গোপনে কাগজপত্র বিলি করে এবং আইনঅমান্য কর্মসূচির মাধ্যমে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছে।

ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টারা তখন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে 'আত্মসমর্পণের দলিলে' সই করতে যাতে সরকারের সাথে আপসরফা করা যায়। সরকারের জারি করা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যে কোন গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে না সেটা জেনে নাকি অটল বিহারী বাজপেয়ী বেশ ধাক্কা খেয়েছিলেন মি. বাজপেয়ীকে নিয়ে এক নতুন জীবনীগ্রন্থে লেখক অভিষেক চৌধুরী সেটাই দাবি করেছেন।

তবে সেসময় কেউ যা অনুধাবন করতে পারেন নি, তা হলো, মি. বাজপেয়ী এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি বিরোধী মোর্চা গঠনে বড় ভূমিকা পালন করবেন। 'জনতা পার্টি' নামে পরিচিত এই দল ছিল আসলে চারটি মধ্যপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী দলের জোট, যার মধ্যে জনসংঘও ছিল। এরপর ১৯৭৭ সালের মার্চের নির্বাচনে জনতা দল ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। স্বাধীনতার ৩০ পর সেই প্রথম কংগ্রেস ভারতের জাতীয় নির্বাচনে হারলো।

ইন্দিরা গান্ধী এই নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন জানুয়ারিতে এবং পরে জরুরি অবস্থা তুলে নিয়েছিলেন।

নির্বাচনে জনতা পার্টি পার্লামেন্টের ৫৪২টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে জিতেছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, জনতা মোর্চায় জনসংঘ একাই জিতেছিল ৯০টি আসন, সবচেয়ে বেশি।

অভিষেক চৌধুরী বলছেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারতেন, কিন্তু তখন তার বয়স ছিল ৫২ বছর, প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য তাকে বেশি তরুণ বলে মনে করা হচ্ছিল।

পরে জনতা দল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ৭৮ বছর বয়সী মোরারজী দেশাই। একজন কাঠখোট্টা এবং সংযমী রাজনীতিক। তার মন্ত্রিসভায় জনসংঘ থেকে তিনজনকে মন্ত্রী করা হয়। বাজপেয়ী পেয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তিনি তখন 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে কোন বড় পরিবর্তন ঘটবে না' বলে ঘোষণা দেন এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার অঙ্গীকার করেন।

জনতা পার্টি যখন তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাচ্ছিল, তখনই রাজনীতিতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর যে উত্থান ঘটছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন বেশ ক্যারিশম্যাটিক, ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন এবং জনতা পার্টির সভাসমাবেশে তার কথা শুনতে আসতো অনেক মানুষ।

অভিষেক চৌধুরী বলেন, তখন বিরোধী মোর্চার প্রধান নেতা ৭২ বছর বয়স্ক জয়প্রকাশ নারায়নের পর অটল বিহারী বাজপেয়ীকে দেখতেই বেশি মানুষ ভিড় করতো। গণমাধ্যমে তখন বাজপেয়ীকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে বর্ণনা করা হচ্ছিল। একটি নির্বাচনী পোস্টারে তাকে 'জাতির গর্ব' বলে বর্ণনা করা হয়।

অভিষেক চৌধুরীর মতে, ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে মূলধারার রাজনীতিতে পরিণত করতে অনেক দিক থেকেই অটল বিহারী বাজপেয়ী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার এই মত ভারতে প্রচলিত ধারণার বিপরীত। এই কৃতিত্ব সাধারণত দেয়া হয় মি. বাজপেয়ীর সহযাত্রী বিজেপি নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানিকে। ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় শহর অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য দশকব্যাপী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি, যার পথ ধরে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনীকার অভিষেক চৌধুরী বলছেন, এই বিশ্লেষণে আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, কারণ এতে আগের রাজনৈতিক ধারাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, লোকে যেটা ভুলে যায়, তা হলো, বিজেপির উত্থানের অনেক আগে তাদের পূর্বসূরি জনসংঘ একটি দক্ষিণপন্থী দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৯৮৪ সালে পার্লামেন্টে মাত্র দুটি আসন থেকে ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে পর পর দুটি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপির বিজয়ের অনেক আগে এটা ঘটেছে। বাজপেয়ী সেই জনসংঘে ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, ১৯৬৭ সালে জনসংঘ যখন তার শিখরে, তখন পার্লামেন্টে তাদের ৫০ জন এমপি ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় ছিল আরও ৩০০ জন সদস্য।

বাজপেয়ী ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির দুই যুগের মধ্যে সংযোগ সেতু কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী যুগ। বাজপেয়ী না থাকলে কোন নরেন্দ্র মোদী তৈরি হতো না, বলছেন অভিষেক চৌধুরী।

১৯৮০ সালে যখন কলহবিবাদে লিপ্ত জনতা পার্টি সরকারের পতন ঘটলো, তখন বাজপেয়ী প্রস্তাব করলেন যে জনসংঘকে নতুন মোড়কে একটি মূলধারার রাজনৈতিক দলে পরিণত করা উচিৎ। তারপরই বিজেপির জন্ম হলো।

অনেকে বাজপেয়ীকে কট্টরপন্থীদের একটি দলের 'মুখোশ' বা মধ্যপন্থী বলে বর্ণনা করেন।

অভিষেক চৌধুরী বলছেন, 'কট্টরপন্থী হওয়ার সুযোগ বাজপেয়ীর ছিল না, কারণ তিনি এমন এক রাজনৈতিক জোটে ছিলেন, যেখানে অনেক ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দল ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনীতিতে আপসের একটি বড় ভূমিকা আছে। তবে এমপি হওয়ার আগে পর্যন্ত বাজপেয়ী একজন কট্টরপন্থীই ছিলেন, বলছেন তিনি।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্ম গোয়ালিয়রে। তার বাবা ছিলেন শিক্ষক, মা ছিলেন গৃহিণী। তার জন্ম হয়েছিল এমন এক সময়, যখন দুটি বড় হিন্দুপন্থী দল, হিন্দু মহাসভা এবং আর্য সমাজ হিন্দু ঐক্যের ধারণা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল।

অভিষেক চৌধুরী লিখেছেন, তার প্রথম দিকের কবিতায় এক ধরনের তীব্র ক্ষোভের কথা আছে। ভারতীয় ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে তার উপলব্ধি ছিল বেশ সংকীর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর, তিনি ভারতের পুনর্জাগরনের জন্য এক ধরনের তাগিদ অনুভব করতেন, এবং বিশ্বসভায় একটি নিজস্ব অবস্থান দেখতে চাইতেন।

বাজপেয়ী আরএসএসে যোগ দেন তার কলেজ জীবনে। আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। তিনি প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা দিতেন, সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। ভারতে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে একটি বইও লিখেন। তিনি দক্ষিণপন্থীদের চারটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, যার মধ্যে আরএসএসের মুখপাত্র 'পাঞ্চজন্য'ও আছে। এই পত্রিকায় তিনি গোরক্ষা, হিন্দু পারিবারিক আইন, ভারতের সঙ্গে বাকী বিশ্বের সম্পর্ক এবং হিন্দুত্ববাদ এরকম নানা বিষয়ে লিখেছেন।

বলিউডের ছবি বারাসাতের গানগুলিকে যখন তিনি 'নোংরা এবং অশ্লীল' বলে বর্ণনা করেন, তখন বোঝা গিয়েছিল তিনি কতটা গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি এধরনের ছবি শিশুদের জন্য দেখা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিলেন।

তবে কয়েকদশক করে বাজপেয়ী একজন বাস্তববাদী রাজনীতিকে পরিণত হন বলে মনে হয়। তিনি যখন জনতা পার্টিকে নির্বাচনী মোর্চায় পরিণত করতে কাজ করছিলেন, তখন স্থানীয় গণমাধ্যমে তাকে এই বলে প্রশংসা করা হয় যে, বিভিন্ন বিষয় বোঝা এবং মতপার্থক্য দূর করার মতো ক্ষমতা এবং নমনীয়তা তার মধ্যে আছে।

অভিষেক চৌধুরীর মতে অটল বিহারী বাজপেয়ী তার ছয় দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ভারতের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে রহস্যময় রাজনীতিকই থেকে গেছেন।

তিনি মারা যান ২০১৮ সালে, ৯৩ বছর বয়সে।

সাময়িকী

মাটির গভীর অভিনব উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ

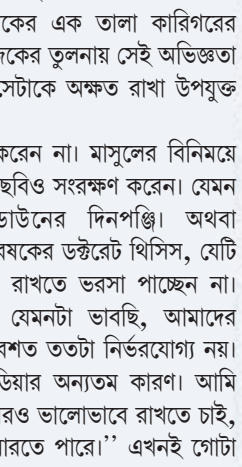

আঞ্জেল রোভোস্ট
কলামিস্ট

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের এই যুগে তথ্য জমা রাখা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গেছে। তবে সেই তথ্যের দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় রয়েছে। এক ব্যক্তি অভিনব উপায়ে তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছেন। মার্টিন কুনৎেস পাহাড়ের গভীরে তাঁর সম্পদের কক্ষের দিকে চলেছেন। সেখানে অবশ্য শুধু পাথর ও লবণ রয়েছে। তিনি জায়গাটির নাম রেখেছেন 'মানবজাতির স্মৃতিভাণ্ডার'। মার্টিন বলেন, ''আমরা হালস্টাটে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো লবণ খনির মধ্যে রয়েছি। পুরানো এই পিট ট্রেনে করে প্রায় ৫০০ মিটার গভীরে চলেছি।'' আপার অস্ট্রিয়া অঞ্চলে এই পর্বতশ্রেণির নাম হিয়রলাৎস। অনেক শতাব্দী ধরে সেই এলাকা পাহাড়ের লবণের কারণে বিখ্যাত। প্রাচীন খনির পিট বা প্রবেশপথ ও সুড়ঙ্গগুলি মার্টিন কুনৎেসর আর্কাইভ প্রোজেক্টকে সুরক্ষা দিচ্ছে। তবে সেখানে প্রবেশ করলে কয়েকটি মাটির বাক্স ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়বে না। সেগুলির মধ্যেই প্রকৃত তথ্যভাণ্ডার লুকিয়ে রয়েছে। সেগুলি আসলে হার্ডওয়্যারের দোকানে কেনা সেরামিক টাইল, যার মধ্যে কুনৎেস লেখা ও ছবি অমর করে রাখছেন। কোনটা চিরকালের জন্য রেখে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা রয়েছে। মার্টিন কুনৎেস জানালেন, ''আমরা হাতে গোনা কয়েকটি টাইল পাহাড়ের মধ্যে এনেছি। এবার সেগুলি বাক্সে পোরা হবে। এটা ১৯৫০-এর দশকের এক তালা কারিগরের শিক্ষানবিশের দিনপঞ্জির অংশ। আজকের তুলনায় সেই অভিজ্ঞতা একেবারেই ভিন্ন ছিল বলে আমি সেটাকে অক্ষত রাখা উপযুক্ত মনে করেছি।''

কুনৎেস একাই বাছাইয়ের কাজ করেন না। মাসুলের বিনিময়ে তিনি যে কোনো মানুষের টেক্সট ও ছবিও সংরক্ষণ করেন। যেমন করোনা মহামারির সময় লকডাউনের দিনপঞ্জি। অথবা পাকিস্তানের এক প্রাচীন নিদর্শন গবেষকের ডক্টরেট থিসিস, যেটি তিনি ডিজিটাল ক্লাউড ও সার্ভারে রাখতে ভরসা পাচ্ছেন না। মার্টিন কুনৎেস বলেন, ''আমরা যেমনটা ভাবছি, আমাদের ইন্টারনেট ও তথ্য সংরক্ষণ দুর্ভাগ্যবশত ততটা নির্ভরযোগ্য নয়। সেটাও এই আর্কাইভ সৃষ্টির আইডিয়ার অন্যতম কারণ। আমি আগামী প্রজন্মগুলির জন্য তথ্য আরও ভালোভাবে রাখতে চাই, যাতে তারা নিজেদের অতীতে ঢুঁ মারতে পারে।'' এখনই গোটা বিশ্বের বৈদ্যুতিক জ্বালানির প্রায় দুই শতাংশ শুধু তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সেই তথ্য মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় মুছে যেতে পারে বা পড়ার অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কুনৎেসর দাবি, তাঁর টাইলগুলি ধ্বংস করা সম্ভব নয়। ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করা এই ব্যক্তি মোটেই আনাড়ি নন। তিনি রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেরামিস্ট। ফলে উপাদান সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। টাইলের উপর যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম রেজোলিউশনে ছবি ও টেক্সট জমা রাখতে তিনি এক বিশেষ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেছেন। নিজের বাসার কর্মশালায় সেই কাজ করতে কখনো কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন সময় লেগে যায়। মার্টিন কুনৎেস বলেন, ''টাইলের সাদা গ্লেস কালার বডির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তারপর আবার শীতল হয়ে মসৃণ সারফেস সৃষ্টি হয়। সে কারণে সেটি এত টেকসই।'' একটি কপি মার্টিনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক দশকের মধ্যে একটি হিমবাহ গলে যাচ্ছে, তাতে সেটা দেখা যাচ্ছে। মার্টিন মনে করেন, ''জলবায়ু পরিবর্তনের নথিকরন আর্কাইভের এক কেন্দ্রীয় উপাদান। জলবায়ু পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য স্থায়ীভাবে জমা না রাখলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো টেরই পাবে না যে জলবায়ু পরিবর্তন আদৌ ঘটেছিল। সেই ঘটনার প্রকৃত মাত্রাও জানতে পারবে না।'' এই উদ্যোগ শুধু টাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিজ্ঞানীরা কুনৎেসর সঙ্গে মিলে তথ্য সংরক্ষণের নতুন মাধ্যম সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছেন। আরও কম জায়গায় আরও বেশি তথ্য জমা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। কারণ আগ্রহীদের ভিড় লেগেই আছে। এমনকি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ও তথ্য জমা রেখেছে। মার্টিন কুনৎেস অনন্তকালের জন্য বিশাল এই প্রকল্প চালাচ্ছেন।

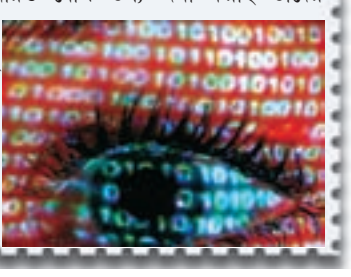

জানা অজানা

আগামী পয়লা জুন থেকে খয়েরপালে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু হচ্ছে

বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েদের কে খুবই আনন্দের সাথে জানানো হচ্ছে যে আগামী পয়লা জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার খয়েরপালের বাংলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস।ঐ দিন সকাল ৯ টায় খয়ের পাল বাংলা প্রাইমারি স্কুলে মাতাজী আশ্রমের প্রেরণায় ও সহযোগিতায় বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হচ্ছে।প্রতি রবিবার সকাল ৯ টা থেকে ক্লাশ হবে।এই বাংলা শিক্ষা নিশুলক হবে।মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে ফ্রী বর্ণ পরিচয় বই দেওয়া হবে।শিক্ষার্থীরা বাংলা ক্লাবের মৃনাল পালের সাথে যোগাযোগ করুন।

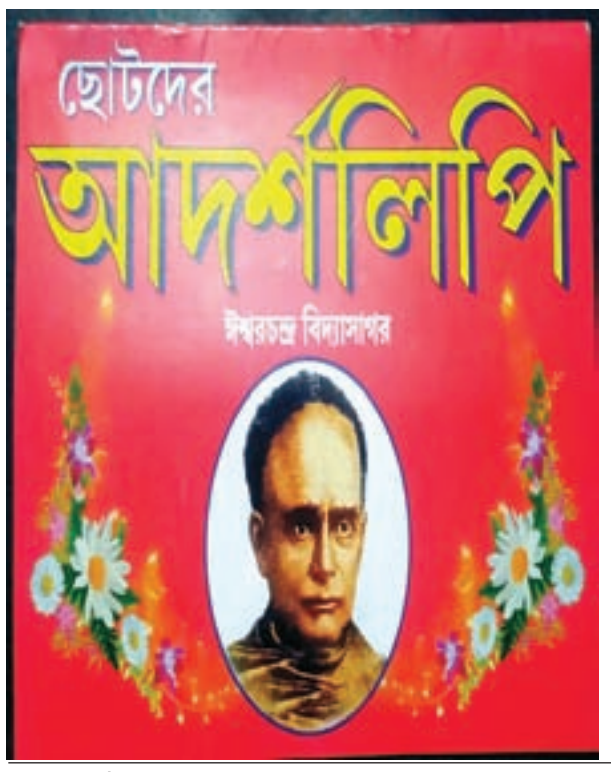

কোথায় পাবি এমন মা আর

সুনীল কুমার দে

সারদা মা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম পত্নী বা সহধর্মিনী।ভগবান যুগে যুগে আসেন মানব শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে যুগ প্রয়োজনে ও লীলা বিলাস করার জন্য।তিনি সাথে করে নিয়ে আসেন তার সাঙ্গ পাঙ্গদের আর সাথে করে নিয়ে আসেন তার আল্হাদিনী শক্তি কে লীলা সহচরী হিসাবে।রামের সাথে সীতা, কৃষ্ণের সাথে রাধা,মহাপ্রভুর সাথে বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন ভাবে এসেছিলেন তাদের শক্তি রূপে ঠিক সেইভাবে এ যুগে রামকৃষ্ণের সাথে এসেছিলেন মা সারদা তার লীলা সঙ্গিনী ও আল্হাদিনী শক্তি রূপে।এ যুগে মাতৃত্বের প্রকাশ বেশি।বিয়ের পর সারদা মা যখন দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন তখন ঠাকুর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছো? মা বিন্দু মাত্র অপেক্ষা না করে বললেন,,না,আমি তোমার ধর্ম পথে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।এ কথা এর আগে কোনো বিবাহিত নারীর মুখে শুনি নি। মা একদিন ঠাকুর কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়। ঠাকুর উত্তরে বলেন, যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন বর্তমান নহবতে বিরাজ করছেন,যে মা মন্দিরে পুজো নিচ্ছেন আর যিনি আমার পদ সেবা করছেন তারা তিনজনই আমার কাছে এক।আমি সত্য সত্যই তোমাকে মা আনন্দময়ীর রূপ বলে মনে করি।ঠাকুর মায়ের সাথে আট মাস একই শয্যায় শয়ন করেছিলেন কিন্তু দুজনের মধ্যে কোনোদিন কাম জাগে নি।তারা কোনোদিন যৌন সুখ উপভোগ করেন নি।পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল।ঠাকুর ফলহারিণী কালী পূজার দিনে মায়ের আসনে বসিয়ে সারদা মাকে মাতৃ জ্ঞানে পুজো করেছিলেন ও তার মাতৃ সত্তাকে জাগরিত করেছিলেন।মা একদিন ঠাকুরের কাছে মা হওয়ার আর্জি জানিয়ে ছিলেন।বিবাহিতা নারীর মা হওয়ার ইচ্ছেটা তার সহজাত প্রবৃত্তি।জীবনে সব কিছু পেয়েও যদি সন্তান সুখ না পায় তাহলে নারী জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। তাছাড়া বিবাহিত নারীর যদি সন্তান না হয় তাহলে সমাজ তাকে খারাপ চোখে দেখে,তাঁকে বাঁঝ বলে উপহাস করে,এমন কি কোনো শুভ কাজে তার ভাগিদারিতা থাকে না।এটা একটা চরম দুর্ভাগ্যই নয়,মানবীয় অপরাধ ও বটে। ঠাকুর মাকে এর উত্তরে বলেছিলেন, তুমি একজন দুজনের মা হয়ে কি করবে,ভবিষ্যতে তোমার এতো সন্তান হবে যে মা ডাক শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাবে। গর্ভে সন্তান ধারণ না করেও যে মা হওয়া যায় সারদা মা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।সারদা মা বাঁঝ নারীদের এই কলঙ্ক কে ধুয়ে মুছে গেছেন।মা হওয়া কি মুখের কথা,প্রসব করলেই হয় না মাতা, রামপ্রসাদের এই কথাকে উপলব্ধি করতে হলে সারদা মায়ের চরণে আশ্রয় নিতে হবে।সারদা মা একজনের মা ছিলেন না,তিনি ছিলেন সবার মা।অথচ তার নিজের কোনো সন্তান সন্ততি ছিলো না।

পাঠকের চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের আয় অনেকটাই কমেছে আর বেড়েছে ক্ষুধার সূচক

করোনা মহামারীর দীর্ঘ দাপট বিশেষত নিম্নবর্গের অসংখ্য মানুষের রুজিরোজগার কেরছে। এটা কম বেশী সকলেরই জানা। এবার এক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে করোনা আবহে পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের আয় অনেকটাই কমেছে আর বেড়েছে ক্ষুধার সূচক , এই পরিস্থিতিতে আরও ঘোরালো করে তুলেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করছে না। করোণা মহামারীর কারণে বহু গরিব মানুষ কাজ হারিয়েছেন। নতুন করে তারা আর কোথাও কোনো কাজ পাননি। এরপর বেড়েছে নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিসের দাম। সাধারন খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাওয়ার অবস্থা। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় বর্ষার দেখা নেই। ফলে সর্বত্র প্রায় চাষবাস এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে বর্ষার সময় কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয় বর্ষা ঠিকমত না হওয়ায় সেটাও প্রায় বন্ধ। এর ফলে খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের অবস্থা আরও করুন হয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্রপল্লী, বীরভূম. পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শোনিতপুর এবং দরং জেলার ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান শুরু

প্রায় দুই হাজার পুলিশ কর্মী এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে আগামী ১ জুন পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার থেকে শুরু হয়েছে শোনিতপুর এবং দরং জেলার ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান প্রক্রিয়া। তবে এদিন ওরাং বনাঞ্চলের শুধুমাত্র শোনিতপুর জেলার বরচলা এলাকার নয়টি চর চাপরিতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে মোট ৫১২ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। প্রায় দুই হাজার পুলিশ কর্মী এবং প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে আগামী ১ জুন পর্যন্ত এই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সোমবার ২৮৫ টি পরিবারকে উচ্ছেদে করা হবে বলে পুলিশ প্রশাসনে তরফে এদিন ঘোষণা করা হয়। চলিত বছরের গত ফেব্রুয়ারি মাসে বুঢ়াচাপরি বনাঞ্চলে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১৬ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছিল। এরপর গত ১৪ মে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গাড়িতে বসে বুঢ়াচাপরি বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। এলাকা পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তার দায়িত্ব নেবার পর দুই বছরে ৬০ হাজার বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া অতি শীঘ্রই ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে সেদিন ঘোষণা করেছিলেন তিনি। অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই তিনি এই কথা বারংবার বলে চলেছেন। ফলে বুঢ়াচাপরি বনাঞ্চলের পর এবার তার ঘোষণা অনুযায়ী ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে শোনিতপুর এবং দরং জেলায় মোট পাঁচ দিন উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৮, ২৯ মে শোনিতপুর জেলায় এবং ৩০, ৩১ মে, ১ জুন দরং জেলায় উচ্ছেদ অভিযান চলবে। এদিন শোনিতপুর জেলার বরচলা এলাকার ঠ্যাং ভাঙ্গা, টেংগাগুড়ি ইত্যাদি সহ মোট নয়টি চর চাপরিতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে মোট ৫১২ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। একাংশ বেদখলকারী উচ্ছেদ অভিযানের খবর পেয়ে নিজের থেকে বাড়িঘর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তবে অধিকাংশের বাড়িঘর জেলা প্রশাসন ভেঙ্গে দিয়েছে। উচ্ছেদিত পরিবাররা নদী পেরিয়ে লাহোরীঘাটের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার শোনিতপুর জেলার অন্যান্য চরে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২৮৫ টি পরিবারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

উল্লেখ্য পাঁচ দিনের এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভাবে নিরাপত্তা কর্মী এবং জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীরা এই উচ্ছেদ অভিযানে জড়িত রয়েছেন। পুলিশ সুপার পর্যায়ের ১০ জন শীর্ষ পুলিশ কর্তাকে সম্পূর্ণ এলাকা ভাগ করে দিয়ে তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় দুই জেলা ছাড়াও গুয়াহাটি, লক্ষিমপুর, বিশ্বনাথ, জামুগুরিহাট ইত্যাদি জেলা তথা এলাকা থেকেও পুলিশ কর্মীদের আনা হয়েছে। যন্ত্র চালিত নৌকা দিয়ে উচ্ছেদ অভিযানের নানা সামগ্রী নিয়ে গেছে প্রশাসন। সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং অস্থায়ী শিবিরও তৈরি করা হয়েছে। কাজিরাঙ্গা করিডরের অংশ হিসাবে ওরাং বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর মুক্ত ভ্রমণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে সরকার এই উচ্ছেদ অভিযানের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের অনৈতিকভাবে নিযুক্তি প্রাপ্ত ৭৭১ জনের চাকরির ক্ষেত্রে মাথায় খর্গ ঝুলছে

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত অব্যাহত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে কংগ্রেস সরকার আমলে ২০০০ সাল থেকে অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের (এএসটিসি) নিযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই সময়ে কংগ্রেস সরকারের দিনে কোন ধরনের যথারীতি বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করে কিংবা নিযোগের ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়মকানুন পালন না করেই বিভিন্ন পদে ব্যাপকভাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। অসম রাজ্য পরিবহন নিগমে এই ধরনের ৭৭১ জন কর্মচারী রয়েছেন বলে জানা গেছে। এবার এই অনৈতিক এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিযুক্তিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্তে এক্ষেত্রে অনিয়ম প্রমাণিত হলে প্রত্যেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২০০০ সালের পরের কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস সরকারের আমলে অনৈতিক এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যাপক হারে অসম রাজ্য পরিবহন নিগমে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে এই নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি নিযুক্তি প্রক্রিয়ার নীতি নিয়ম গুলোকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের টেকনিশিয়ান, ড্রাইভার, কম্পিউটার অপারেটর, টেকনিক্যাল কর্মচারী, নিরাপত্তা রক্ষী ইত্যাদি বিভিন্ন পদে এভাবে প্রায় ৭৭১ জন কর্মচারীকে নিযোগ করা হয়েছিল। এবার এই নিযুক্তি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকার। পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বলেছেন এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নজর রয়েছে। প্রথম এক্ষেত্রে তদন্ত করা হয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সেই বৈঠকে তিনি স্বয়ং ছিলেন বলে জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি বলেন পর্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন ধরে অল্প অল্প করে এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। সাতশোরও বেশি ব্যক্তিকে অনৈতিক এবং অবৈধভাবে এই বিভাগে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এবার অনৈতিক অবৈধভাবে নিযুক্তির প্রাপ্ত এই কর্মচারীরা বরখাস্ত হবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে তাদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বর্তমান রাজ্য সরকারের অব্যাহত থাকা নিযুক্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চাকরির জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। অবৈধভাবে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই তদন্ত শেষ হওয়ার পরেই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্র শুরু হতে চলেছে ওডিএল পদ্ধতির মাধ্যমে বি এড পাঠ্যক্রম

এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রী ডা: রণোজ পেগুর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখা রাজ্যের যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। এবার থেকে ওপেন ডিসটেন্স লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে বি এড পাঠ্যক্রমে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই সুযোগ দিতে চলেছে। অতি শীঘ্র এই বিশ্ববিদ্যালয় ওপেন ডিসটেন্স লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে বি এড পাঠ্যক্রম শুরু করতে চলেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তাছাড়া এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় অবস্থিত কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার উপস্থিত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত ছিলেন। কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস, রেজিস্ট্রার অরূপ জ্যোতি চৌধুরী এবং শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্তকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কর্মের পর্যালোচনা করেছেন। সেই সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ওডিএল পদ্ধতির মাধ্যমে বি এড পাঠ্যক্রম শুরু করা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ফলে অতি শীঘ্রই কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন ডিসটেন্স লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে বি এড পাঠ্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। উল্লেখ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ৩০ হাজার তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থী রয়েছেন।

এদিকে রাজ্যের শিক্ষক সমাজের প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন ছাত্রছাত্রীদের যাবতীয় তথ্য ইতোমধ্যে ১০০ শতাংশ আপলোড করা হয়েছে। এবার শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ শিক্ষকদের নাম কোথায় তারা চাকরি করছেন, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, যদি কোনো আলাদা যোগ্যতা রয়েছে অর্থাৎ এক্সট্রা কারিকুলাম এক্টিভিটিস ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য ইতিমধ্যে সরকার হাতে রয়েছে। বিশেষ করে স্থিতিশীল তথ্য সরকারের হাতে থাকলেও গতিশীল তথ্য এখনো সরকার হাতে পায়নি। সরকার এই তথ্য পেলে ভবিষ্যতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সুবিধা হবে। তাছাড়া কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই অথবা কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেশি সংখ্যক রয়েছেন সেটা বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে সরকার। এই ধরনের তথ্য পাওয়ার পর রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তিনি। এর ফলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকদের সংক্রান্তীয় যাবতীয় তথ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপে আপলোড করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু।

ক্যানাল সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি

এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা সংক্রান্তে নতুন দুয়ার খোলার সম্ভাবনা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ - বক্রেশ্বর নদীর উপর আঠারো কিলোমিটার বিআই ক্যানেল দীর্ঘ পনেরোবছর সংস্কার হয় নি । ক্যানেল সংস্কার করে স্থায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে - এই দাবিতে সোমবার ইরিগেশন এবং সেচ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দিলো অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেতমজুর সংগঠন । জেলা সম্পাদক মানস সিংহ বলেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমেছে । ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ক্যানেলগুলো সংস্কার করে স্থায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে ।

সভাপতির শাস্তির দাবিতে পথসভা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ - কুস্তিগীর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ । কাঠগড়ায় ফেডারেশনের সভাপতি বিজেপি সাংসদ । দোষীর শাস্তির দাবিতে সোমবার সিউড়িতে পথসভা করে বিক্ষোভ দেখায় অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেতমজুর সংগঠন । জেলা সম্পাদক মানস সিংহ বলেন, দিল্লিতে মহাপঞ্চায়েতে যোগদানের জন্য দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন হরিয়ানার সম্পাদক তখন দিল্লির পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে তাকে গ্রেপ্তার করে । মহিলা নেত্রী ঋতুপর্ণা কৌশিকীকে গ্রেপ্তার করে । ঘটনার ধিক্কার নিন্দা জানানোর জন্য পথসভা করলাম । ফেডারেশনের সভাপতি বিজেপি সাংসদকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে ।

পাই নি চাকরি জেলাশাসকের দ্বারস্থ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ডেউচা পাঁচামির আশেপাশে যেসব গ্রামগুলি থেকে কয়লা বের হয় তাদের প্রত্যেক পরিবারেরের একজন সদস্যকে জুনিয়র কনস্টেবল ও গ্রুপ ডি পদে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় কিন্তু ছয় সাতমাস ধরে চল্লিশজনের মতো ছেলে মেয়েদের লিস্টে নাম না নেই বলে অভিযোগ । তাদের মধ্যে পনেরোজনের মাঠ ও মেডিকেল হয়ে গেছে । তারা সুরাহার দাবিতে সোমবার বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যাগুলির কথা তুলে ধরে । জেলাশাসক তাদের বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন বলে জানা গিয়েছে । ডেউচার রুমেনা বিবি বলেন, জমি সাতমাস আগে দিয়েছিলাম । চারমাস ধরে ঘুরছি । সৌম্যজিত সালুই বলে, দেওয়ানগঞ্জে জমি ছিল । জমির রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে । বয়স সমস্যার জন্য এসেছি কিন্তু আজও নিরাশ হয়ে ফিরে গেলাম । উচ্চমাধ্যমিকের পর কোথাও ভর্তি হতে পারছি না ।

কানে 'নাক কাটা' গেল বাংলাদেশের!

প্যারিস ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সাইফুল ইসলাম জানান, তাদের কাছে দীর্ঘ সেই তালিকা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তালিকার অনেকেই কান থেকে দেশে ফিরবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ ছিল। সেই কবে ২০০২ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্যারালাল সেকশন 'ডিরেক্টরর্স ফোর্টনাইটে' অংশ নিয়ে 'ফিপ্রেসি' সম্মান জিতেছিল তারেক মাসুদের ছবি মাটির ময়না। এর প্রায় দুই দশক পর করোনাকালে কানের ৭৪তম আসরে ২০২১ সালে বাংলাদেশ তার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অসামান্য অর্জন লেখে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিনেমা দিয়ে। উৎসবের দ্বিতীয় সেরা 'আ সার্তে রিগা' বিভাগে প্রতিযোগিতা করে আজমেরী হক বাঁধন অভিনীত ছবিটি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশের চলচ্চিত্রের এই যাত্রা জাগিয়েছিল স্বপ্ন আর সম্ভাবনা। পরের বছর উৎসবের ৭৫তম আসরে ভারতীয় প্যাভিলিয়নে শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'মুজিব দ্য মেকিং অফ আ নেশন' এর ট্রেলার প্রকাশে যোগ দিয়ে দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছিলেন, ''বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে আগামী বছর উৎসবের ছবির বাজারে স্টল নেবে বাংলাদেশ।'' গেল কয়েক বছর ধরে কান উৎসবে যোগ দেয়া বাংলাদেশের নির্মাতা, প্রযোজক কিংবা হল মালিক সবাই গণমাধ্যমে সরকারের কাছে যে আর্জি জানিয়েছিল, যেন তারই অনুবাদ ছিল তথ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি। সেভাবেই এ বছর প্রস্তুতি নিয়েছিল বাংলাদেশ। উৎসবের ৭৬তম আসরে ছবির বাজারে স্টল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। ৩০ এপ্রিল গণমাধ্যমে এবারের উৎসবে ছবির বাজারে অংশ নেবার কথাও জানান তথ্যমন্ত্রী। ঐ দিনেই মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায় কান উৎসবে যোগদানের জন্য বিএফডিসি কর্তৃক চূড়ান্ত বিশ জনের তালিকা। মূলত সেই তালিকা ঘিরেই তৈরি হয় গড়িমসি। বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএফডিসি)'র তালিকায় ঠাঁই পাওয়া প্রতিষ্ঠানের সাত কর্মকর্তা, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, অভিনতো জায়েদ খান ও একজন পরিচালক বাদে বাকিদের চলচ্চিত্রের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কান উৎসবে কেন তাদের পাঠাতে হবে তাই বুঝে উঠতে পারছিল না তথ্য মন্ত্রণালয়। তাই বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও তালিকা চূড়ান্ত করতে পারছিল না মন্ত্রণালয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সাইফুল ইসলাম জানান, তাদের কাছে দীর্ঘ সেই তালিকা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তালিকার অনেকেই কান থেকে দেশে ফিরবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ ছিল। এই তালিকা প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এফডিসির এক পরিচালক বলেন, ''উৎসবে যোগ দেয়ার পর্যাপ্ত অর্থের জোগান দিতেই এই লম্বা তালিকা।'' অর্থাৎ বিএফডিসি'র কর্মকর্তাদের 'স্পন্সর' হিসেবে বাকি অনেকের তালিকাভুক্তি। সংকট নিরসনে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিএফডিসি'র তিন কর্মকর্তা, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, অভিনেতা জায়েদ খান ও পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজারসহ ছয়জনের তালিকা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয় উৎসবের আগের দিন, অর্থাৎ ১৫ মে। ১৬ মে পর্দা ওঠে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৬ তম আসরের। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় উৎসাহজাগানিয়া উদ্যোগ নিয়ে উৎসবে যোগ দেয়া গণমাধ্যম কর্মী, ফিল্ম প্রফেশনালসের ছিল দারুণ আগ্রহ। উৎসবের প্রথম দিন থেকে 'মার্শে দ্য ফিল্মে' ভারতীয় আর থাইল্যান্ডের 'বুথে'র পাশে বাংলাদেশের বুথটি থাকলো নিরাভরণ হয়ে। একটি টেবিল, দুইটি চেয়ার, একটি সোফা নিয়ে সজ্জিত বুথের একটি কোণায় নেমপ্লেটে 'বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে'র নাম। একেকটি দিন গিয়েছে আর অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হয়েছে। এই বুঝি এলো, বাংলাদেশ দল! অপেক্ষা ভিনদেশি সাংবাদিকেরও। ভারতীয় সাংবাদিকরা তো বেশ আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষায় ছিলেন, বারবার খোঁজ নিচ্ছিলেন গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে। অনেকে আগে বাড়িয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন। সেইসব অসন্তোষ আর প্রশ্নের উত্তরে হয়েছে আমাদের রক্তক্ষরণ। সেই ৭০তম আসর থেকে (কোভিডের জন্য ২০২০ বাদে) হা পিত্যেশ করেই সংবাদ পরিবেশন করতে হয়েছে। কবে অন্য সব দেশের মতো ছবির বাজারে বাংলাদেশ থাকবে? লাল সবুজ থাকবে? আমাদের চলচ্চিত্র থাকবে? উৎসবের ষষ্ঠ দিন ২১ মে জানা গেল, আগের চূড়ান্ত তালিকা ফিরে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। নতুন করে আগের ছয় জনের তালিকা তথ্য মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আবারো পাঠানো হয়। তারপর অবশেষে অনুমোদন মেলে। সে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ভিসার জন্য আবেদন করা হয় ফ্রান্স দূতাবাসে। সবই রকেট গতিতে। ভিসা পাবার আগে কনফার্ম করা হয় বিমানের টিকেট। তবে এবার ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন চারজন। শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিপুন আখতার ও পরিচালক গুলজার আবেদন করেননি। উৎসবের নবম দিন (২৪ মে) পর্যন্ত মেয়াদ থাকা ছবির বাজারে অষ্টম দিন ফ্রান্স সময় দুপুর ১২ টায় জানা গেল, ভিসা হয়নি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের। কারণ হিসেবে দূতাবাস জানিয়েছে, 'সময় স্বল্পতা'। 'মার্শে দ্য ফিল্মে' এ বছর বাংলাদেশের একমাত্র ছবি ছিল অরণ্য আনোয়ার পরিচালিত ও পরি মনি অভিনীত 'মা'। ২০ মে ছবির প্রর্দশনী ঘিরে সিনেমার পরিচালক অরণ্য ও অন্যতম প্রযোজক পুলক কান্তি বড়ুয়া উৎসব ভেন্যুতে আসেন শুরুর দিন ১৬ মে। তাদের দাবি, এই বুথের অন্যতম স্পন্সর তারা। শূন্য বুথে দ্বিতীয় দিনেই মা ছবির ব্যানার, পোস্টারে তারা ভরিয়ে তোলেন বুথটিকে। মূলত কানে তাদের ছবি প্রচারণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে বুথটি। দেশ থেকে আসা সংবাদকর্মী, পরিচালকদের 'মিটিং পয়েন্ট'ও হয়ে ওঠে বুথটি। যদিও একটি ছবিকে ঘিরে কেন বাংলাদেশের বুথ ভিনদেশিদের এমন প্রশ্নের মুখোমুখিতে কারোই মুখ উজ্জ্বল হয়নি। উৎসবের পঞ্চম দিন ফেস্টিভ্যাল ভবনের 'মিনি থিয়েটার' 'পালে ই' তে দেখানো হয় মা ছবিটি। ষষ্ঠ দিনে মা ছবির সংশ্লিষ্টরা সরিয়ে নেন ছবির প্রচারণা সরঞ্জাম। ২১ মে থেকে আবারো শূন্য হয়ে পরে স্টল। শেষ হয় শূন্যতাতেই। সাথে যোগ হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একটা বড় শূন্য। প্রথমবারই সম্ভাবনা নষ্ট করা হলো 'স্টল নিয়ে এই অব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশকে ছোট করেছে। এটা হতে পারেনি অব্যবস্থাপনা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে', বলছিলেন আমেরিকা থেকে কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেয়া প্রবাসী বাংলাদেশী ও চলচ্চিত্র একটিভিস্ট ইসমাইল হোসেন। ঢাকা থেকে আসা ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল জানান, ''এবারই প্রথম বাংলাদেশের বুথ নেয়া হলো। এটি যথাযথ করা গেলে খুবই ভালো হতো। দুঃখজনক, হয়নি। ভুল শুধরে আগামী বার অংশ নিক বাংলাদেশ০ এটাই চাওয়া।'' তিনি আরো যোগ করেন, ''কানে এরকম হয়ে থাকে। এটি বড় কিছু নয়। এই ত্রুটি কাটানো সম্ভব।''

বুন্দেসলিগায় মৌসুমসেরা বেলিংহাম

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ খেলা ডেস্ক মৌসুমের শেষটা ছিল বিষাদভরা। জিতলেই শিরোপা নিশ্চিত এমন ম্যাচে মাইনৎসের সঙ্গে ড্র করে সুযোগ হারিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। তা-ও পয়েন্ট ব্যবধানে নয়, স্রেফ গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায়! শিরোপার খুব কাছে গিয়ে ডর্টমুন্ড খালি হাতে ফিরলেও মৌসুমটা স্মরণীয়ই হয়ে উঠেছে জুড বেলিংহামের। ১৯ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ২০২২-২৩ মৌসুমে বুন্দেসলিগার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন। আগের বছরগুলোতে লিগে বায়ার্ন মিউনিখ একক দাপট দেখালেও এবার তাদের চোখ রাঙানি দিয়েছে ডর্টমুন্ড। মৌসুমের শেষ ম্যাচের আগে বায়ার্নের চেয়ে দুই পয়েঃট এগিয়ে ছিল দলটি। কিন্তু ড্র করায় আর 'লিড' ধরে রাখা যায়নি। বায়ার্ন কোলনকে হারিয়ে টানা ১১তম বুন্দেসলিগা জিতে নেয়। মৌসুমের শেষ ম্যাচটিতে মাঠে নামতে পারেননি বেলিংহাম। হাঁটুর চোটে ডাগআউটে বসে দলের স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়তে হয়েছে। সব মিলিয়ে এবারের বুন্দেসলিগায় ৩১টি ম্যাচ খেলেছেন বেলিংহাম। গোল করেছেন ৮টি। তবে বেলিংহামের মূল ভূমিকা ছিল মাঠজুড়ে ডর্টমুন্ডকে জাগিয়ে রাখায়। এই মৌসুমে ডর্টমুন্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২২ কিলোমিটার দূরত্ব দৌড়েছেন বেলিংহাম, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে জিতেছেন ৪৮২টি ডুয়েল, যা লিগেরই সর্বোচ্চ।

বেলিংহামকে মৌসুম সেরার ঘোষণায় বুন্দেসলিগা ওয়েবসাইটে লেখা হয়, 'মহা গুরুত্বপূর্ণ শেষ ম্যাচে বেলিংহামের অনুপস্থিতি অনুভব করেছে তাঁর দল।' ডর্টমুন্ড বেলিংহামের অভাব অনুভব করতে পারে সামনের দিনগুলোতেও। তিন মৌসুম জার্মান ক্লাবটিতে কাটানোর পর এবার আর চুক্তি নবায়ন করেননি। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, স্প্যানিশ পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সমঝোতা হয়ে গেছে বেলিংহামের। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই শুধু বাকি। এরই মধ্যে রোববার ডর্টমুন্ড সতীর্থদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

মেসি এমবাপ্পের সতীর্থ হওয়ার অনুভূতি কেমন

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) এল শাদাইলে বিতশিয়াবু নামটা ইদানীং বেশ আলোচিত হচ্ছে পিএসজিতে। ১৮ বছর বয়সী এই সেন্টারব্যাককে পিএসজি ও ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ বলে ধরা হচ্ছে। শনিবার স্ট্রাসবুর্গের বিপক্ষে পিএসজির লিগ জয়ের ম্যাচে কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ের তাঁকে পুরো ৯০ মিনিটই খেলিয়েছেন। ভবিষ্যতে পিএসজি যে কয়জন তরুণকে কেন্দ্র করে তাদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বিতশিয়াবু তাঁদের অন্যতম। পিএসজির একাডেমি থেকে উঠে আসা বিতশিয়াবু ২০২১ সালে পিএসজির সিনিয়র দলে নাম লেখান। ২০২১ সালে আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি যোগ দেন প্যারিসে। কিলিয়ান এমবাপ্পে তো ছিলেন আগে থেকেই। বিতশিয়াবু গত দুই মৌসুম ধরেই মেসি এমবাপ্পের মতো বিশ্বখ্যাত তারকাদের সতীর্থ। কেমন লাগে তাদের সঙ্গে খেলতে? তরুণ হিসেবে কতটা শেখার আছে মেসি এমবাপ্পেদের মতো তারকাদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে। বিতশিয়াবু প্রাইম ভিডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সেই অনুভূতি, এঁদের মতো তারকাদের সতীর্থ হওয়ার ভাগ্য জীবনে একবারই হয়। সিনিয়র দলে প্রবেশের পর এই দুজনের যথেষ্ট সাহায্য ও অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছেন বলেই জানিয়েছেন বিতশিয়াবু, 'এ দুজনই সিনিয়র দলে জায়গা করে নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ করে আমাদের মতো তরুণেরা যখন কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ি বা আমাদের সময় বাজে যায়, তারা আমাদের সাহায্য করেন। এটা তাদের দিক থেকে দারুণ ব্যাপার।' পিএসজির ভবিষ্যৎ বলা হলেও বিতশিয়াবু যে প্যারিসেই আগামী দিনগুলোতে খেলবেন এটা বলা যাচ্ছে না। বুন্দেসলিগার কয়েকটি দল তাঁর দিকে হাত বাড়িয়েছে। যদিও পিএসজির সঙ্গে তাঁর আরও এক বছরের চুক্তি বাকি আছে।

১৫ বছর পর পাকিস্তানে যাচ্ছেন আইসিসি চেয়ারম্যান, আলোচনায় বিশ্বকাপও

লন্ডন ঃ আইসিসির (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল) চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানে যাচ্ছেন। দুই দিনের সফরে তাঁর সঙ্গে থাকবেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিওফ অ্যালারডাইস। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম আইসিসির কোনো চেয়ারম্যান পাকিস্তানে যাচ্ছেন। আর ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার শীর্ষ দুই কর্মকর্তা একসঙ্গে পিসিবি কার্যালয়ে যাচ্ছেন ১৯ বছর পর। উচ্চপর্যায়ের এই সফরে ২০২৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ভারতে যাওয়া নাযাওয়া নিয়ে আলোচনা হবে। এর পাশাপাশি আইসিসি থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ নিয়েও কথা বলবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

পিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আইসিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন পিসিবির প্রধান নাজাম শেঠি, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ব্যারিস্টার সালমান নাসিরসহ অন্যান্য বোর্ড কর্মকর্তারা।

বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে পিসিবির এক কর্মকর্তা দ্য নিউজকে বলেন, 'বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান একদম পরিষ্কার পাকিস্তান সরকার অনুমতি দিলে তবেই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাব। নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার বিষয়টিও বিবেচনায় আছে।'

পাকিস্তান দলের বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে এশিয়া কাপের কারণে। বিশ্বকাপের আগে সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা পাকিস্তানে। তবে সরকারের অনুমতি না থাকার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানে যেতে রাজি হয়নি ভারতের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, বিসিসিআই। পিসিবি চেয়ারম্যান শেঠি বলেছেন, ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিয়ে তাঁর দেশের সরকারও আপত্তি জানাতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তান তাদের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো বাংলাদেশ বা অন্য কোনো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে চায়।

আইসিসির শীর্ষ কর্তাদের পাকিস্তান সফর নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া। প্রতিবেদনে আইসিসি-পিসিবি বৈঠক নিয়ে লেখা হয়, 'পিসিবির অবস্থান হচ্ছে ভারত এশিয়া কাপের জন্য পাকিস্তান সফরে না গেলে তারা বাংলাদেশে ম্যাচ আয়োজনের দাবি জানাবে। আইসিসি চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাতে ঢাকায় না হয়, সে জন্য সমাধান খুঁজবেন। কারণ, তেমনটা ঘটলে শুধু বিসিসিআইয়ের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না, আইসিসির ওপরও পড়বে।'

বার্কলে-অ্যালারডাইসের সঙ্গে আলোচনায় আইসিসির প্রস্তাবিত লভ্যাংশ বণ্টন নিয়েও কথা বলবে পিসিবি। কিছুদিন আগে প্রকাশিত ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪-২৭ চক্রে আইসিসির লভ্যাংশের ৩৮.৫ শতাংশ পাবে ভারত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ পাবে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ৬.৮৯ শতাংশ ও অস্ট্রেলিয়া ৬.২৫ শতাংশ। পাকিস্তান পাবে আইসিসির লভ্যাংশের শতকরা ৫.৭৫ ভাগ।

প্রস্তাবিত এ মডেল নিয়ে এরই মধ্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন পিসিবির চেয়ারম্যান। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেছিলেন, 'আইসিসিকে আমাদের বলতে হবে, কীভাবে এ অঙ্কটা ঠিক করা হলো। এখনকার যে অবস্থা, তাতে আমরা খুশি নই।' আইসিসি চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে এ নিয়ে বিশদ আলাপ হবে এবার।

চেলসির নতুন কোচ পচেত্তিনো

প্যারিস ঃ কিছু একটা করতেই হতো চেলসিকে। সেই কিছু একটা করার পথে প্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা সবার আগে সম্পন্ন করল ইংলিশ ক্লাবটি। নতুন কোচ নিয়োগ দিয়েছে ক্লাবটি আর সেই কোচ প্রত্যাশিত ব্যক্তিই, চেলসি গত এপ্রিলেই যাঁর সঙ্গে মৌখিকভাবে কথা সেরে রেখেছিল মরিসিও পচেত্তিনো। মার্কিন ধনকুবের টড বোয়েলি চেলসির মালিকানায় আসার পর এই মৌসুমে এর আগে তিনবার কোচ পাল্টেছে চেলসি। গত সেপ্টেম্বরে ছাঁটাই করা হয় টমাস টুখেলকে। এরপর গ্রাহাম পটারকে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকেও ছাঁটাই করা হয় মাত্র সাত মাসের মাথায়। ক্লাবের কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডকে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে ফেরানো হয়। কিন্তু টুখেল ও পটারের মতো ল্যাম্পার্ডও চেলসিকে পথে ফেরাতে পারেননি। কাল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে নিজেদের শেষ ম্যাচে নিউক্যাসলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে ১২তম স্থান নিশ্চিত করে লন্ডনের ক্লাবটি। নতুন খেলোয়াড় দলে টানতে ৫৫ কোটি পাউন্ড খরচ করলেও গত ২৫ বছরের মধ্যে লিগে এটাই চেলসির সবচেয়ে বাজে অবস্থান। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আর্জেন্টাইন কোচ পচেত্তিনোর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছে চেলসি। আরও এক বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রেখে আগামী ১ জুলাই থেকে স্টামফোর্ড ব্রিজে কাজে নেমে পড়বেন পচেত্তিনো। গত বছর জুলাইয়ে পিএসজি থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর থেকে বেকার বসেছিলেন ৫১ বছর বয়সী পচেত্তিনো। চেলসির দায়িত্ব নেওয়ার মধ্য দিয়ে চার বছর পর ফিরবেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে।

এর আগে সাউদাম্পটন ও টটেনহাম হটস্পারের (২০১৪-২০১৯) কোচের দায়িত্বে ছিলেন পচেত্তিনো। চেলসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পচেত্তিনো ছিলেন ক্লাবের প্রথম পছন্দ এবং একমাত্র কোচ হিসেবে কথা বলার জন্য তাঁকে স্টামফোর্ড ব্রিজে নিয়ে আসা হয়েছে। চেলসির দুই সহমালিক টড বোয়েলি ও বেহদাদ একবালি বিবৃতিতে বলেছেন, 'মরিসিও বিশ্বমানের কোচ এবং তার অতীত রেকর্ডও খুব ভালো। আমরা তাকে পেতে মুখিয়ে আছি।'

ইউলিয়ান নাগলসমান ও লুইস এনরিকেও চেলসির পছন্দের তালিকায় ছিলেন বলে গুঞ্জন উঠেছিল। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত এপ্রিলে চেলসির দায়িত্ব নিতে মৌখিক সম্মতি দিয়ে রেখেছিলেন পচেত্তিনো। অপেক্ষা ছিল মৌসুম শেষ হওয়ার।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে ষষ্ঠ কোচ হিসেবে চেলসির দায়িত্ব নেবেন পচেত্তিনো, হিসাবটা অন্তর্বর্তীকালীন কোচদের বাদ দিয়েই করা। ক্লাবটিকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় ফেরাতে কী করতে হবে, তা ভালোই জানা থাকার কথা এই কোচের। টটেনহামে পাঁচ বছর থাকতে প্রতিবারই দলকে শীর্ষ চারে রেখে মৌসুম শেষ করেছিলেন পচেত্তিনো।

সংক্ষিপ্ত ››

ডলার সংকটে প্রায় এক মাস বন্ধ থাকবে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র - যেমন প্রভাব পড়বে

ঢাকা ঃ ডলার সংকটের কারণে কয়লার দাম দিতে না পারায় সাময়িকভাবে বন্ধ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কয়লা না থাকায় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু'টি ইউনিটের একটিতে গত বৃহস্পতিবার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্ণ সক্ষমতায় চললে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট চালাতে প্রতিদিন প্রায় ১৩ হাজার টন কয়লা প্রয়োজন হয়। আর বর্তমানে কর্তৃপক্ষের কাছে ৫০ হাজার টনের মত কয়লা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রটির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চীন পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম খোরশেদুল আলম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। আরেকটি ইউনিট হয়তো তিন বা চার তারিখের দিকে বন্ধ হয়ে যাবে কয়লা স্বল্পতার জন্য। এরপর জুন মাসে অন্তত তিন সপ্তাহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে বলে অনুমান করেন মি. আলম। এই সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাতেও লোড শেডিংয়েরে মাত্রা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা কিনতে ঋণ দেয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির চীনা অংশীদার চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি (সিএমসি)। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ব এই সংস্থা আর বাংলাদেশের নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ বিনিয়োগে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০২০ সালে। আর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ করে বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্বও বিসিপিসিএলের ওপরই। শুরু থেকেই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা কেনার দায়িত্ব সিএমসির ওপর ছিল বলে বলছিলেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদুল আলম। তারা কয়লা কেনার জন্য অর্থ দিয়ে থাকে এবং প্রতি ছয় মাস পরপর কয়লার টাকা আদায় করে। মি. আলম বলছিলেন কয়লা আমদানির বকেয়া বিল না দিতে পারার কারণে নতুন করে কয়লা কেনা যাচ্ছে না। এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৯০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা) বকেয়া হয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে তারা যে পেমেন্ট করেছে, সেটি শোধ করার কথা ছিল এই এপ্রিলে। এপ্রিলে আমরা এই টাকা দিতে পারিনি। এই বকেয়া বিল পরিশোধ না করা হলে সিএমসি আর কয়লা কেনার জন্য টাকা দেবে না। ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লাও কেনা সম্ভব হবে না। ডলার সংকটের কারণে কয়লার বকেয়া বিল দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান মি. আলম। সপ্তাহ দুয়েক আগে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদও সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ডলারের কিছুটা সংকট থাকায় কয়লার টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেসময় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে 'সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই' এই সমস্যার সমাধান হবে বলে। চীনা প্রতিষ্ঠান সিএমসিকে এরই মধ্যে ৬০ মিলিয়ন ডলার ফেরত দেয়া হচ্ছে বলে বলছিলেন বিসিপিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদুল আলম। তিনি বলছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার ও আমরা এ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার তাদের ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। এরই মধ্যে ৬০ মিলিয়ন ডলার পেমেন্ট করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এর মাধ্যমে আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের কয়লা কেনার অর্থ দিতে রাজি করতে পারবো। সিএমসির সাথে এই বিষয়ে আলোচনা শেষে কয়েক দিনের মধ্যেই তারা এলসি খুলতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন মি. আলম। এলসি খোলার পর জাহাজ যাবে, কয়লা লোড হবে, তারপর আসবে, আনলোড হবে - সব মিলিয়ে কমপক্ষে ২৫ দিন লাগবে।

এভারেস্ট জয়ের ৭০ বছর ঃ বাবাদের দুঃসাহসিক কীর্তি নিয়ে যা বলছেন সন্তানেরা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জামলিং তেনজিং নোরগে বলছিলেন, আমি তাদেরকে সত্যিকারের অগ্রদূত এবং অভিযাত্রী হিসেবে দেখি, যারা অজানার পথকে জয় করেছে। তাদের দলবদ্ধ প্রয়াসের কারণেই আমরা আজ অনেক কিছু করতে পারছি।

আজ থেকে ৭০ বছর আগে, ২৯শে মে'র সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির কথা বলছিলেন জামলিং, যিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয়ী প্রথম দুই অভিযাত্রীর একজন তেনজিং নোরগের সন্তান।

নিউজিল্যান্ডের মৌমাছি পালনকারী এডমন্ড হিলারি যখন নেপাল চীন সীমান্তে মাউঃট এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার যাত্রা শুরু করেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন তেনজিং নোরগে।

ঐতিহাসিক দুই পর্বতারোহীর ছেলে, জামলিং তেনজিং নোরগে এবং পিটার হিলারি।

তারা নিজেদের বাবার কাছ থেকে সেই পর্বত জয়ের বীরত্বের গল্প শুনে বড় হয়েছেন।

পরবর্তীতে দুজনেই এভারেস্ট জয় করে তাদের বাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

এভারেস্ট জয়ের ঐতিহাসিক ৭০তম বার্ষিকীতে, বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে নিজেদের বাবার কৃতিত্বের কথা গর্বের সাথে তুলে ধরেন এভারেস্ট জয়ী বীরেদের সন্তানেরা।

১৯৫৩ সালের সেই পর্বতারোহণের ঘটনা এমন নজির স্থাপন করেছে যা কালে কালে অনুসরণ করা হয়ে আসছে। চলতি বছর পর্বত আরোহণের মৌসুম শুরুর প্রথম দশ দিনের মধ্যে, ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ মাউন্ট এভারেস্টের ৮,৮৪৯ মিটার চূড়ায় পৌঁছেছে।

প্রযুক্তি, পর্বত আরোহণের সরঞ্জাম এবং যোগাযোগের উন্নয়নের কারণেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে জিপিএস বা স্যাটেলাইট ফোনের মতো আধুনিক গ্যাজেট ছাড়াই ওই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

সেই সময় তাদের কৃতিত্বের খবর লন্ডনে পৌঁছতে তিন দিন সময় লেগেছিল।

তারা যাত্রা শুরু করেছিলেন সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং ফিরে এসেছেন বিশ্ব নায়ক হয়ে, বলছিলেন জামলিং নোরগে, কিন্তু এতো বড় অর্জন তাদের বদলাতে পারেনি।

তারা দুজন আগের মতোই সাধাসিদা ছিলেন। দুজনই স্বভাবে ছিলেন নম্র।

দুজনই তাদের বাকি জীবন হিমালয়ের মানুষকে শুধু দিয়েই গিয়েছেন, গর্বের সঙ্গে বলেন জামলিং।

এডমন্ড হিলারির ছেলে পিটার বলছিলেন, যখনই কেউ এমন কোন কাজ করে যা আগে কখনও কেউ করেনি, তখন তারা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে যে চাইলে আপনিও পারবেন। ৭০ তম বার্ষিকীতে আসুন আমরা সেই অর্জন উদযাপন করি।

এই জুটি আগের তিন দশকে একাধিকবার এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। একের পর এক ব্যর্থতার পর এক পর্যায়ে তারা সফল হন।

তেনজিং দুই দশক ধরে ছয়বার এভারেস্টে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। যার মধ্যে একটি ছিল ১৯৫২ সালে, কিন্তু তিনি সেবার ব্যর্থ হন।

জামলিং বলেন, আমার বাবা ছোটবেলায় ইয়াক চড়াতেন। তখন তাকে একটি বিষয় ভাবাতো, এভারেস্টের ওপর দিয়ে কেন কোন পাখি উড়তে পারে না।

তিনি লামার (একজন উচ্চ পদস্থ বৌদ্ধ পুরোহিত) ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, লামা তাকে বলেছিলেন যে এই পর্বত শিখরে একজন বৌদ্ধ অনুসারী প্রথম পা রাখবে।

পিটার বলেছেন, যখন তার বাবাকে নবম ব্রিটিশ অভিযানে অংশ নিয়ে এভারেস্টের শিখর অতিক্রমের চেষ্টা করতে বলা হয়েছিল, তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি ইতিহাস তৈরির একটি দুর্দান্ত সুযোগ পেয়েছেন।

পিটার বিবিসির উইটনেস হিস্ট্রি প্রোগ্রামে বলেছেন, তিনি সবসময়ই জানতেন যে তিনি অসম্ভবকে জয় করতে চান। তিনি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন।

তার মুখে বলা ওই অভিযাত্রার একটি বিষয় আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে যে তিনি কিভাবে তুষার ও বরফের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বলছিলেন পিটার।

তিনি বলেছিলেন যে, তিনি সামনের দিকে ছিলেন, তুষার এবং বরফের পুরু স্তরগুলো কেটে কেটে হাঁটার ধাপ তৈরি করছিলেন। পরে সেই খাড়া ঢাল বেয়ে তিব্বতে নেমেছিলেন।

ভয়াবহ আবহাওয়া সত্ত্বেও তারা চলতে থাকেন।

পিটার মনে করেন যে এটি এভারেস্ট না হয়ে অন্য কোন পর্বত হলে তার বাবা হাল ছেড়ে দিতেন এবং অন্য কোন দিন ফিরে আসতেন।

তার বিশ্বাস যে তার বাবাকে ভেতর থেকেই কেউ বলছিল যেন তিনি চলতে থাকেন, হাল না ছাড়েন।

তারা যখন চূড়ায় পৌঁছান, তখন তাদের অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল খুব কম।

এজন্য বিশ্বের শীর্ষ চূড়ায় তারা মাত্র ১৫ মিনিট সময় কাটাতে পেরেছেন। এরপর তাদের নেমে আসতে হয়।

এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রেখে তেনজিং দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ নৈবেদ্য হিসাবে কিছু মিষ্টি এবং বিস্কিট বরফের মধ্যে পুঁতে দেন।

এডমন্ড হিলারি চূড়ায় উঠে বেশ কয়েকটি ছবি তোলেন।

এরমধ্যে একটিতে দেখা যাচ্ছে, তেনজিং ব্রিটেন, নেপাল, জাতিসংঘ এবং ভারতের পতাকা ওড়াচ্ছেন।

সেইসাথে আশেপাশের দৃশ্যের ছবিও ধারণ করেন। কিন্তু চূড়ায় ওঠা অবস্থায় হিলারির কোনও ছবি ছিল না।

পিটার বলছিলেন, বাবা মজা করে বলেছিলেন, যতদূর তিনি জানতেন, তেনজিং এর আগে ক্যামেরা ব্যবহার করেননি - এবং তিনিও মনে করেননি যে ওই ক্যামেরা দিয়ে তেনজিংকে প্রথম ছবি তুলতে বলা যেতো।

কয়েক দশক পরে যখন পিটার এবং জামলিং এভারেস্টে আরোহণ করেন, তখন তারা দুজন আরও ভালভাবে বুঝতে পারেন যে তাদের বাবারা কোন অজানা পথগুলো অতিক্রম করেছিলেন।

আমি প্রথম ১৯৯০ সালে আরোহণ করেছিলাম। আমি সে সময় আমার বাবার কথা ভাবা থামাতে পারিনি। যখন আমি হিলারির ধাপে পৌঁছলাম, তখন আমার বাবা যা দেখেছিলেন আমিও তাই দেখলাম। আমিও একই অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। পুরো বিষয়টা খুবই আবেগপ্রবণ ছিল, পিটার বিবিসিকে বলেন।

জামলিং ১৯৯৬ সালে ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত কারণে 'পর্বতারোহণ' করেন। তিনি এবং তার বাবা উভয়েই ছিলেন শেরপা। শেরপা হচ্ছে তিব্বতের একটি জাতিগোষ্ঠী যারা পর্বতারোহণের দক্ষতার জন্য বিখ্যাত।

শেরপারা হিমালয়ের সাথে নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ অনুভব করে। এটি আমার জন্য একটি তীর্থযাত্রার চেয়ে বেশি কিছু ছিল। আমি আমার ধর্ম এবং রীতিনীতির সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে চাই এবং আমার বাবা কিসের মধ্য দিয়ে গেছেন তা বুঝতে চাই, বলছিলেন জামলিং।

এখন প্রতি বছর বহু মানুষ এভারেস্ট জয় করছেন। পিটার বা জামলিং শিখরে পৌঁছালেও কেউই তাদের বাবারা যে ধরণের প্রশংসা পেয়েছিলের তারা কাছাকাছি কিছু অনুভব করতে পারেননি।

সম্প্রতি কামি রিতা ২৮তম বারের জন্য এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করেছেন, আগেই এককভাবে সর্বোচ্চ বার এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড স্থাপনের মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় আবার নিজের রেকর্ডটি ভাঙেন তিনি।

তিনি বলেছেন যে, তিনি শীঘ্রই অবসর নেবেন না। কারণ পাসাং দাওয়া নামে এক শেরপার সাথে তার জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। এ কারণেই কামি রিতা এমন ঘোষণা দিতে পারেন।

পাসাং দাওয়া ইতোমধ্যে ২৬বার এভারেস্ট জয় করেছেন এবং আরও জয়ের প্রচেষ্টায় আছেন।

লাকপা নামে নারী শেরপা, নারী পর্বতারোহীদের মধ্যে রেকর্ড করেছেন, তিনি গত বছর ১০তম বারের মতো চূড়ায় উঠেছেন।

তবে এই শেরপাদের কেউ তাদের পরিবারের দেয়া নাম ব্যবহার করে না।

আমার বাবার সময়ের তুলনায় এখনকার দিনে পর্বতারোহণ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। এজন্য প্রযুক্তি অনেক সাহায্য করছে। এভারেস্টের চূড়া অতিক্রম করার পর কেউ কেউ এখন দুই নম্বর ক্যাম্প থেকে হেলিকপ্টারে করে কাঠমান্ডুতে যাচ্ছেন। সব রুট ঠিক করা আছে, অক্সিজেন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম শেরপারা বহন করেন, জামলিং বলেন।

এখন আর আগের মতো অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ নেই। এটা একটা ফটোগ্রাফিক ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। তারা শুধু আরোহণ করতে আসে না। তারা আসে উপভোগ করতে।

পিটারও এই বক্তব্যের সাথে আংশিকভাবে একমত।

আমাদের বেস ক্যাম্প থেকে চূড়া পর্যন্ত অসংখ্য দড়ি থাকে, খাদের উপরে মই বসানো থাকে, ক্যাম্পে গরম চাসহ শেরপা দল থাকেন। আপনাকে হেলিকপ্টারে ৬,৩০০ থেকে ৬,৫০০ মিটার পর্যন্ত নিরাপদে উদ্ধার করা যেতে পারে। তবুও পর্বতটা একই। নানা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির একটা বিশাল পর্বত। এখনও এই পর্বতারোহণকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ গত ১০০ বছরে ৩০০ জনেরও বেশি পর্বতারোহী মারা গিয়েছেন। শুধু এই মৌসুমে, মৃতের সংখ্যা ১১ জনে দাঁড়িয়েছে। পর্বত আপনাকে শেখাবে প্রকৃতিকে সম্মান করতে, বলেছেন জামলিং, আমরা এই পৃথিবীতে কয়েকদিনের অতিথি মাত্র।

টুকরো খবর

বাংলাদেশকে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে ঃ জাতিসংঘ প্রতিবেদক ডি শ্যুটার

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জাতিসংঘের চরম দারিদ্র্য ও মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক ওলিভিয়ার ডি শ্যুটার বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদা থেকে প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হওয়ার পর, একটি অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে, বাংলাদেশ সরকারকে সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। ২৯ মে বাংলাদেশে ১২ দিনের সফর শেষে অলিভিয়ার ডি শ্যুটার এ কথা বলেন। জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক বলেন, মানুষকে দরিদ্রতার মধ্যে রেখে, একটি দেশ তার আপেক্ষিক সুফল বা উন্নয়ন ভোগ করতে পারে না। বাংলাদেশের উন্নয়ন মূলত তৈরি পোশাক শিল্পের মতো একটি রপ্তানি খাত দ্বারা ব্যাপকভাবে চালিত, যা সস্তা শ্রমের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। ডি শ্যুটার, বাংলাদেশ সরকারকে ২০২৬ সালে এলডিসি মর্যাদা থেকে আসন্ন উন্নীতকরনের সুযোগ ব্যবহার করে, তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর তার নির্ভরতা পুনর্বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কারণ এই শিল্প ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের বর্তমান রপ্তানি আয়ে শতকরা ৮২ ভাগ অবদান রাখছে। ডি শ্যুটার আরো বলেন, বাংলাদেশ যত উন্নীত করনের পথে এগোচ্ছে, ততই আন্তর্জাতিক বিনিযোগকারীদের ট্যাক্স প্রণোদনা প্রদান এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে। জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদক আরো বলেন, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, কর্মীদের শিক্ষিত করা ও প্রশিক্ষণ দেয়া এবং সামাজিক সুরক্ষার উন্নতিতে সরকারকে আরো বেশি সময় এবং সম্পদ ব্যয় করা প্রয়োজন। তিনি জানান, এ জাতীয় উদ্যোগ শুধু সুনামের চিন্তা করে এমন বিনিযোগকারীদেরই আকৃষ্ট করবে না এটি বাংলাদেশে উন্নয়নের একটি নতুন রূপরেখা তৈরি করবে যা বৈষম্যমূলক রপ্তানি সুযোগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ চাহিদা দ্বারা চালিত হবে। বিশেষ প্রতিবেদক স্বাধীনভাবে কাজে বিশ্বাসী সুশীল সমাজের ওপর সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নানাবিধ প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, উক্ত আইনের অধীনে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদদের তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের কারণে আটক করা হয়েছে। ডি শ্যুটার বলেন, এই বিষয়গুলো, দেশটি যে বিনিযোগকারীদের আকৃষ্ট করতে চাচ্ছে, কেবল তাদেরই শঙ্কিত করবে না বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, আপনি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা বা সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারবেন না। সফরকালে ডি শ্যুটার সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন এবং দারিদ্র্যসীমায় থাকা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।তিনি উল্লেখ করেন, দেশটি সামগ্রিক আয়ের বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও, এখনো বহুমাত্রিক দারিদ্র্য রয়ে গেছে এবং বিশেষ করে, শহরাঞ্চলে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদক বলেন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম হয়েছে আদিবাসী, দলিত, বেদে, হিজরা এবং ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু যেমন বিহারীদের সুযোগ বঞ্চিত করা হয়েছে। সরকার উন্নয়নের নামে অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে উচ্ছেদ চালিয়েছে। এক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদান না করে, বাসস্থানের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। ডি শ্যুটার সরকারকে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো যৌক্তিক করার জন্য আহ্বান জানান যেটিকে তিনি 'এডহক বা সাময়িক ভিত্তিতে ১১৯টি স্কিমের একটি সমন্বিত কর্ম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এগুলো দুর্বলভাবে সমন্বিত, যা বাংলাদেশিদের প্রত্যাশিত আয়ের নিরাপত্তা প্রদান করে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ডি শ্যুটার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কর থেকে প্রাপ্ত আয় ও জিডিপি এর অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে (প্রায় ৭ দশমিক ৮ শতাংশ)। আর, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরনে অর্থায়নের জন্য প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সরকারি রাজস্ব আসে পরোক্ষ কর থেকে। অথচ, প্রত্যক্ষ কর থেকে আয় আসে মাত্র এক তৃতীয়াংশ। তিনি বলেন, চিত্রটি উল্টো হওয়া উচিত। উচ্চ আয় উপার্জনকারী মানুষ এবং বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষার অর্থায়নে অবদান রাখতে হবে, গ্রাহকদের নয়। আর, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নতুন এবং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি থেকে জনসংখ্যাকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি তৈরি করা উচিত। বিশেষ প্রতিবেদক উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র ২০২২ সালে, ৭১ লাখ লাদেশি নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের কারণে বা জলের লবণাক্তকরণের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে ও তাদের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হয়। জাতিসংঘ বিশেষ প্রতিবেদকের মিশনের অংশ হিসেবে কক্সবাজার সফর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ডি শ্যুটার সেই শরণার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শন করেন, যেখানে ৯ লাখ ৭৭ হাজার ৭৯৮ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। যাদের বেশিরভাগই ২০১৭ সালে তাদের মাতৃভূমিতে গণহত্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে এসেছে। প্রায় ১০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ার জন্য, ইতোমধ্যে জনাকীর্ণ বাংলাদেশের সরকারকে অভিবাদন জানান তিনি। পাশাপাশি আশ্রয় শিবিরের বসবাস অনুপযোগী অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রত্যাবাসনের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের একটি স্বচ্ছন্দ্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উভয়েরই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ প্রতিবেদক জানান, এটি অনভিপ্রেত যে ২০২৩ সালে রোহিঙ্গা শিবিরে জরুরি মানবিক প্রয়োজন মোকাবেলায় ৮৭ কোটি ৬০ লাখ ডলারের যৌথ পরিকল্পনার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক দাতারা এতোই কম অবদান রেখেছে যে, চাহিদার মাত্র ১৭ শতাংশ জোগাড় হয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে তার খাদ্য ভাউচারের মূল্য প্রতি মাসে ১২ ডলার থেকে কমিয়ে ১০ ডলার করতে হয়েছে এবং এটি আগামী জুনে আরো কমিয়ে ৮ ডলার করা হবে। ডি শ্যুটার সতর্ক করেন, অপুষ্টি এবং যথেষ্ট পুষ্টির অভাব বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে শিশুদের পরিণতি ভয়াবহ হবে। তার ভাষায়, পরিবারগুলো মরিয়া হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ সরকার যদি রোহিঙ্গাদের কর্মসংস্থানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং মানবাধিকার আইন অনুযায়ী তাদেরকে আয় উপার্জনের সুযোগ করে দেয়, তবে অন্তত তাদের কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে। ২০২৪ সালের জুনে বিশেষ প্রতিবেদক তার বাংলাদেশ বিষয়ক সর্বশেষ প্রতিবেদন মানবাধিকার কাউন্সিলে পেশ করবেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30:05:2023

বাংলাদেশ কেন খেলাপি ঋণ কমাতে পারছে না?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে গত ১৩ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ছয়গুণের বেশি। ২০০১ সালে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের আকার প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা থাকলেও এখন সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাবে এই পরিমাণ প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা। কারণ সন্দেহজনক ঋণ, আদালতের আদেশে খেলাপি স্থগিতাদেশ থাকা ঋণ, পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা ঋণকেও তারা খেলাপি দেখানোর পক্ষে। বর্তমানে দেশের আদালতগুলোতেই খেলাপি ঋণের প্রায় পৌনে এক লাখ মামলা ঝুলে রয়েছে , যাতে এক লাখ ৬৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রয়েছে। ঋণ পেতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ফোর শর্ত দিয়েছে, তার মধ্যে আছে খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠন, ঋণ খেলাপির সংজ্ঞায় পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ প্রায় ২১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে আনা ইত্যাদি।

দলে ভাঙনের পরও আন্দোলন চলবে ঃ ইমরান খান

ইস্লামাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জোর দিয়ে বলছেন, তার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই) দলের অনেক সিনিয়র নেতার পদত্যাগ সত্ত্বেও ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যারা দল ছেড়েছে তাদের জায়গায় তরুণ রাজনীতিবিদদের বসানো হবে।

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে মি. খানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার জেরে শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী এক বিক্ষোভ। কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে তার প্রতি জনসমর্থন কমে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তার পদত্যাগের জন্য মি. খান সেনাবাহিনীর চাপকে দায়ী করেছেন।

বিবিসির পাকিস্তান সংবাদদাতা ক্যারোলাইন ডেভিসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে পিটিআই চেয়ারম্যান বলেন, ৯ই মে'র সহিংসতার পর থেকে তিনি এখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তার জন্য 'ওয়েইট অ্যান্ড সি' নীতি অনুসরণ করছেন।

সাক্ষাৎকারে মি. খানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে দল চালাবেন? সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী জবাবে বলেন, প্রথমেই দলের শূন্য পদে নিযোগে দেব, এবং তরুণ নেতাদের সামনের কাতারে আনবো

এদেরও (নতুন নেতাদের) আটক করা হবে বলে আমার আশঙ্কা। এটাও হতে পারে যে তারা আমাকেও জেলে পুরবে।

পিটিআই বর্তমান অবস্থা প্রসঙ্গে ইমরান খান বলেন, ভোটব্যাঙ্ক হারালে আমার অবস্থান দুর্বল হয়েযাবে। যে কোনো রাজনৈতিক দল দুর্বল হয়যখন তার ভোটব্যাংক সংকুচিত হতে থাকে।

আপনি ভাবতে পারেন যে এটি (বর্তমান পরিস্থিতি) আমার জন্য একটি বড় সঙ্কট, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আসলে আমরা সামরিক আইনের সম্মুখীন হচ্ছি।

আমি ভাবছি তারা এসব থেকে কী পেতে চায়। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলি দেশের সবচেয়েখারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করছে। আমি জানতে আগ্রহী, আমাদের বাতিল করে দেয়া হলে তাতে দেশের কী উপকার হবে।

তিনি জানান, সরকার ও প্রশাসনের মনোভাব জানতে তিনি একটি সংলাপ করতে চান।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন যে তিনি অতীতে কখনও তার সমর্থকদের সাথে এমন কোন কথা বলেননি যার ফলে ৯ই মে'র মতো ঘটনা ঘটতে পারতো।

যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তার সমর্থকরা 'ইমরান খান আমাদের রেড লাইন'এর মতো যেসব স্লোগান দিচ্ছেন তার অর্থ কী? জবাবে তিনি বলেন, লাল লাইনের মতো শব্দের অর্থ হলো এমন একটি দেশ যেখানে কোন আইনের শাসন নেই। যেখানে যখন তখন মানুষকে আটক করা হয়এবং যদি এই পরিস্থিতিতে আমাকেও জেলে পুরে দেয়, তাহলে তার একটি প্রতিক্রিয়া হবে।

তারা যদি বলে যে ইমরান খান আমাদের লাল রেখা, আমি কি বলবো যে আমি লাল রেখা নই? ... আমার কী বলা উচিত ছিল?

পিটিআই প্রধান আরও বলেন, বিরোধী দল করা, জনসভার আযোজন করা, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং আসন্ন নির্বাচনের জন্য মানুষকে সংগঠিত করা - কীভাবে এসব গণতন্ত্রের পথে বাধা বলে বিবেচিত হয়? আসলে, বিরোধী দল না থাকলে দেশের গণতন্ত্রই শেষ হয়ে যায়।

'আপনার শাসনামলেও কি ক'জন বিরোধী নেতা কারাগারে ছিলেন?' - এমন এক প্রশ্নের জবাবে ইমরান খান বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সেই পরিস্থিতির কোন তুলনা চলে না।

একদমই না। আমাদের আমলে বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ৯৫ মামলা হয়েছে ক্ষমতায়আসার আগে। সেই মামলাগুলো আমাদের সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে নতুন মামলা করিনি।

অন্যদিকে, গত ক'মাসে আমার বিরুদ্ধে দেড় শতাধিক মামলা হয়েছে, যা দেশের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। আপনাকে সত্যটা জানতে হবে। আমাদের সরকার তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। এগুলো ছিল দুর্নীতির মামলা, যেগুলো তারা ক্ষমতায়থাকাকালীন সময়ে দায়ের করা হয়েছিল।

নয়ই মে'র ঘটনাবলী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুলিশ ও সেনা ভবনে হামলাকারী জনতা পিটিআইয়ের অংশ ছিল, এটা ঠিক নয়। এনিয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে ইমরান খান ব্যাখ্যা করেন, গত ৭০ বছর ধরে সেনাবাহিনী পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ভোগ করেছে। এবং দেশ শাসনের সাথে সেনাবাহিনীর কোনও সম্পর্ক নেই - এমনটি ভাবা মানে বোকার স্বর্গের বসবাস করা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে বিবিসির উর্দু বিভাগের সংবাদদাতা আহমেদ এজাজ জানাচ্ছেন, ৯ই মে'র ঘটনাগুলি স্পষ্টতই তেহরিক ই ইনসাফের জন্য একটি 'দুঃস্বপ্ন' হয়েউঠছে এবং দলটি ভেঙে পড়ার অবস্থায়রয়েছে।

তাদের মতে, তেহরিক-ই-ইনসাফ'র জনপ্রিয়তার কারণে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে দলে যোগদানকারী 'ইলেক্টেবল' নির্বাচনে জিততে পারেন এমন রাজনীতিবিদ যেমন, আসাদ উমর, শিরিন মাজারি, আমির কায়ানি, ইমরান ইসমাইল, সাইফুল্লাহ নিয়াজি বা আলী জাইদির মতো নেতাদের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা পিটিআইয়ের জন্য 'অপূরণীয়ক্ষতি' হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ফলে প্রশ্ন উঠছে, এমন কী ধরনের চাপ ছিল যার ফলে দীর্ঘদিনের নেতারা মনোবল হারাতে বাধ্য হয়েছেন? কেন 'ইলেক্টেবল' এবং 'দলের মুখ' হিসেবে পরিচিত অন্তত ৮৭ জন নেতা দ্রুত গতিতে দল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন?

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. সৈয়দ জাফর আহমদ এসব নেতার ওপর চাপ ও পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন ভিন্নভাবে।

তার মতে, যারা পিটিআইয়ের দীর্ঘদিনের কর্মী এবং যারা দল ছাড়ছেন তাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

একদল হল সেই সব লোক, যারা ইমরান খানের আচরণে ক্ষুব্ধ, বলছেন তিনি। ইমরান খান দলের সিনিয়র নেতাদের কথা না শুনেই যেসব নির্দেশ দিতেন, কিংবা দলের ভেতরে যা ঘটেছিল তা নিয়েএসব নেতাদের আপত্তি ছিল।

দল ছাড়ার পর এসব নেতারা এখন যে বিবৃতি দিচ্ছেন তা থেকে বোঝা যায়যে তাদের দল ছাড়ার জন্য কোনও ধরনের চাপ তাদের ওপর ছিল না। স্পষ্টতই তারা ইমরান খানের আচরণে বিরক্ত ছিলেন। এবং প্রথম সুযোগেই দল ছেড়েছেন, বলছেন ড. আহমেদ।

অন্যরা যারা ৯ই মে'এর ঘটনায়দুঃখিত - যেমন, আবরার উল হক - এরা তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। ইমরান খান পাকিস্তানের তরুণ প্রজন্মকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তারা সেই স্বপ্নকে অর্জন করতে চাইছিলেন। কিন্তু তারা জানতেন না যে সেই স্বপ্ন অর্জনের জন্য তাদের একটি তথাকথিত বিপ্লবের পথেও হাঁটতে হবে।

তুরস্কে জয়ী এরদোয়ান, প্রতিপক্ষের অভিযোগ 'পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন'

আঙ্কারা (এজেন্সী) ঃ তুরস্কে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে জয় পেয়েছেন দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান। দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মত দ্বিতীয় ধাপে নেয়া ভোটে এগিয়ে থাকায় রাত থেকেই উদযাপন করছেন মি. এরদোয়ানের সমর্থকরা।

রবিবার রাতে আঙ্কারার শহরতলীতে নিজের প্রাসাদের বাইরে জড়ো হওয়া সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মি. এরদোয়ান বলেন, সাড়ে আট কোটি মানুষের পুরো দেশই আজ জিতেছে।

যদিও তার এই ঐক্যের ডাক অবশ্য অনেকের কাছেই ফাঁকা বুলির মত মনে হচ্ছে।

কারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার দাবি করার পাশাপাশি বিরোধী নেতা কেমাল কিলিচদারুলুকে ব্যঙ্গ করেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

এছাড়া কারাগারে থাকা কুর্দিশ এক নেতা এবং এলজিবিটি কমিউনিটিকে সমর্থন করে তৈরি করা নীতির সমালোচনাও করেছেন।

বিরোধী নেতা মি. কিলিচদারুলু অবশ্য এখনো স্পষ্টভাবে হার স্বীকার করেননি।

তিনি অভিযোগ করেছেন এবারে 'সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন' হয়েছে।

মি. কিলিচদারুলু বলছেন যে, প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের রাজনৈতিক দল তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছে।

প্রায় পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ করার পর দেখা যায়, মি. এরদোয়ান প্রায় ৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এরদোয়ানের গোছানো প্রচারণার বিপরীতে মি. কিলিচদারুলু টিকতেই পারেননি। প্রথম দফায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল ২৫ লাখের মত। দ্বিতীয় দফায়ও সেই ব্যবধান ছিল ২০ লাখের বেশি।

সাত বছর আগে ২০১৪ সালে তুরস্কে নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়। সেসময় থেকে সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে ভোট দিতে পারে মানুষ।

ভোট গ্রহণের দিন বেশ আগে থেকেই জয় উদযাপন শুরু করেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান।

বিকেলে তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুলে একটি বাসের ওপর দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি।

এরপর সন্ধ্যায় মি. এরদোয়ান তার প্রাসাদের সামনে জড়ো হওয়া বিশাল জনসমাগমের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি দাবি করেছেন, সেসময় সেখানে তিন লাখ বিশ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল।

এই নির্বাচনকে তুরস্কের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে মি. এরদোয়ান বলেছেন, কে জিতেছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তুরস্ক জিতেছে।

তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গ করে বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, বাই বাই বাই কেমাল।

আঙ্কারায় তার সমর্থকরাও পরে এভাবেই বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

এর মধ্যে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে, এমন নীতির কঠোর সমালোচনা শোনা যায় মি. এরদোয়ানের মুখে। তিনি বলেন, পরিবার নিয়ে তার আদর্শের বিরোধী এ ধরণের নীতি।

চূড়ান্ত ফলাফল এখনো নিশ্চিতভাবে ঘোষণা হয়নি, কিন্তু তুরস্কের সর্বোচ্চ নির্বাচন কাউন্সিল বলছে যে মি. এরদোয়ানের বিজয় নিয়ে কোনো সন্দেহই আর নেই।

এই নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ২৫ বছর ধরে তুরস্কের ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হল।

বিজয় উদযাপনের লক্ষ্যে এদিন আঙ্কারায় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দরজা খুলে দেয়া হয় সাধারণ মানুষের জন্য। এতে যোগ দেন আঙ্কারার সব জায়গা থেকে সমর্থকরা জড়ো হন।

উপস্থিত অনেককেই দেখা যায় প্রাসাদের বাইরে ঘাসের ওপর তুরস্কের পতাকা রেখে নামাজ আদায় করতে।

এক রাতের জন্য তুরস্কের অর্থনৈতিক সংকট ভুলে গিয়েছিল মানুষ।

উপস্থিতদের একজন বলছিলেন, আমরা তার (মি. এরদোয়ান) অর্থনৈতিক নীতিতে খুশি। পরের পাঁচ বছরে তিনি আরো ভালো করবেন।

তবে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান নিজেও স্বীকার করেছেন যে মূল্যস্ফীতিই এখন তুরস্কের এক নম্বর ইস্যু। প্রশ্ন উঠছে, তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত কিনা।

তুরস্কে বছরে প্রায় ৪৪ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। দেশটিতে খাদ্য, বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য পণ্যের দাম ব্যাপক হারে বেড়েছে।

এই মূল্যস্ফীতির জন্য মি. এরদোয়ানের গতানুগতিক অর্থনৈতিক ধারা অনুসরণ না করা এবং সুদের হার না বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে দায়ী করে থাকেন সমালোচকরা।

ডলারের বিপরীতে তুরস্কের মুদ্রা লিরার দামেও রেকর্ড দরপতন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশি মুদ্রার চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে।

তবে এরদোয়ানের সমর্থকরা অর্থনৈতিক টানাপোড়েন নিয়ে খুব একটা চিন্তা করছেন না। তারা সারা বিশ্বে তাদের নেতার জনপ্রিয়তার বিষয়টি নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট।

সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে মি. এরদোয়ানের কঠোর নীতিরও প্রশংসা করেন তার সমর্থকরা। তারা এক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসবাদী' বলতে বোঝেন কুর্দিশ মিলিট্যান্টদের।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের উন্নয়নেরও অঙ্গীকার করেছেন।

এরদোয়ানের এই বিজয়কে অনেকেই মুসলিম বিশ্বের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

ইস্তাম্বুলের তাসকিম স্কোয়ারে জয় উদযাপন করতে এসেছিলেন ফিলিস্তিনি নাগরিক আলা নাসার, তার গায়ে জড়ানো ছিল তুরস্কের পতাকা।

তিনি বলছিলেন যে মি. এরদোয়ান নিজের দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি 'আরব ও মুসলিম বিশ্বকেও সমর্থন করছেন।'

দুই হাজার ষোলো সালে বানচাল হয়ে যাওয়া এক সেনা অভ্যুত্থানের পর মি. এরদোয়ান প্রধানমন্ত্রীর পদ বাতিল করেন এবং ব্যাপক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। এবারের নির্বাচনের আগে তার বিরোধীরা অঙ্গীকার করেছিল যে তারা এই পদ্ধতির পরিবর্তন করবে।

তুরস্কের বিরোধী দলগুলো এখন ২০২৪ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবে।

'যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে 'ওয়েট অ্যান্ড সি' পলিসি ঢাকার'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে 'ওয়েট অ্যান্ড সি' পলিসি ঢাকারযুগান্তরের শিরোনাম এটি। এতে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য ওয়াশিংটন নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করার পর ঢাকা 'ওয়েট অ্যান্ড সি' পলিসি নিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকারের এই ধীরে চলো নীতি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথা নেই।

এনিয়ে সমকালের শিরোনাম, সতর্ক করতেই নতুন ভিসা নীতি আরো নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা। এতে বলা হয়েছে, নতুন মার্কিন ভিসা নীতি এক ধরণের সতর্কতা। আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে আরও নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা রয়েছে।

দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম, 'ভিসা নীতির' প্রেক্ষাপটে কর্মসূচী নেবে বিএনপি। এতে বলা হয়েছে, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত ভিসা নীতি দেশে নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করছে বলে মনে করেন বিএনপি।

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই নতুন ধাপে আন্দোলনের কৌশল ও কর্মসূচি ঠিক করতে যাচ্ছে দলটি।

ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান শিরোনাম 'Reining in inflation top priority'। আসন্ন জাতীয় বাজেট নিয়ে প্রকাশিত এই খবরটিতে বলা হয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার সাত লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট উত্থাপন করতে যাচ্ছে সরকার যার মূল লক্ষ্য হবে মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে জিডিপির উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

দৈনিক নয়াদিগন্তের বাজেট নিয়ে খবরের শিরোনাম, রেকর্ড ব্যাংক ঋণনির্ভর বাজেট চূড়ান্ত। এতে বলা হয়েছে, আগামী অর্থবছরের জন্য রেকর্ড ব্যাংকঋণ নির্ভর বাজেট প্রণয়ন চূড়ান্ত করেছে সরকার। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে দুই লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা।

আর বিশাল বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ (নিট) নেয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছে এক লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা, শতকরা হিসেবে যা ২৪ শতাংশ।

একই বিষয়ে আরেক ইংরেজি দৈনিক নিউএইজের শিরোনাম, 'Govt eyes heavy bank borrowing in FY24'। এতে বলা হয়েছে, গত বছরের জাতীয় বাজেটের তুলনায় এবছরের বাজেটে বিদেশী ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১০ শতাংশ বেশি। তিন মাসে খেলাপি ঋণ বাড়ল ১১ হাজার কোটি টাকা এমন শিরোনাম করেছে যুগান্তর। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই খবরটিতে বলা হয়েছে যে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৩ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১০ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা।মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। যা বিতরণ করা ঋণের ৮ দশমিক ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ উচ্চ খেলাপির ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের ব্যাংক খাত।

কারণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, খেলাপি ঋণের হার সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ সহনীয় বলে ধরা হয়। এর বেশি হলেই তা ঝুঁকি। বাংলাদেশের খেলাপি ঋণ ঝুঁকির চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি।

একই বিষয় নিয়ে বণিক বার্তার শিরোনাম, তিন মাসে খেলাপি ঋণ বাড়ল ১০ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা। বণিকবার্তার খবরটিতে বলা হয়েছে, ব্যাংক খাতে এত পরিমাণ ঋণ খেলাপি হওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম। শুধু চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ১০ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ বেড়েছে। কালেরকণ্ঠের প্রধান শিরোনামগাজীপুর আ.লীগ পুনর্গঠন হবে। এতে বলা হচ্ছে, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে পরাজয়ের পর দল পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছে আওয়ামী লীগ। দলের সভাপতি শেখ হাসিনা গাজীপুরে তৃণমূলের কমিটি গুলো গুছিয়ে ফেলতে নির্দেশনা দিয়েছেন। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে যারা নৌকার বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছে তারা সাংগঠনিক শাস্তির মুখে পড়তে পারেন বলেও জানা গেছে।

এই খবরটি নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারের শিরোনাম, 'Shaken, AL plans to rejig Gazipur units'। এতে বলা হচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর পরাজয়ের পর গাজীপুর জেলা এবং শহরের কমিটিগুলোকে পুনর্গঠন করবে দলটি।

একই সাথে দলীয় প্রার্থী আজমত উল্লা খানের পরাজয়ের কারণও খুঁজে বের করবে তারা।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে প্রকাশিত আরেকটি খবরে ডেইলি স্টারের শিরোনাম 'Challenging in Barishal, smooth sailing in Khulna'। এতে বলা হয়েছে, বরিশালে স্থানীয় আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দলের কারণে দলীয় মেয়র প্রার্থী কঠিন অবস্থানে রয়েছেন। আর খুলনায় তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় জয় অনেকটা নিশ্চিত আওয়ামীলীগের মেয়র প্রার্থীর।

ওষুধের দামও লাগামছাড়া সমকালের প্রধান শিরোনাম এটি। এতে বলা হয়েছে, দেশের শীর্ষ ছয় প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত ২৩৪টি জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম ১০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, নির্ধারিত দরের চেয়ে বাজারে অনেক ওষুধ বেশি দামেও কেনাবেচা চলছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আরো ১০ কোম্পানি তাদের উৎপাদিত ওষুধের দাম বাড়াতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের আবেদন করেছে। এদের কেউ কেউ ওষুধের দাম সমন্বয় না করলে ঋৎপাদন বন্ধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে।